বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (কর্ণফুলী গ্যাস) এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার সম্পর্কিত আদেশ

বিইআরসি আদেশ # ২০১৮/০৭

তারিখ: ১৬ অক্টোবর ২০১৮

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)

১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

www.berc.org.bd

সূচী

অনুচ্ছেদ	বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
১.০	আবেদনের সার-সংক্ষেপ	১
২.০	আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা	২
৩.০	কমিশন কর্তৃক আবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ	৩
৪.০	কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (TEC) কর্তৃক আবেদন মূল্যায়ন	৩
৫.০	গণশুনানি	৮
৬.০	শুনানি-পরবর্তী মতামত	১৩
৭.০	কমিশনের পর্যালোচনা	১৪
৮.০	মূল্যহার আদেশ	২৪
পরিশিষ্ট-'ক'	ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার এবং নিরাপত্তা জামানত, বিল পরিশোধ, বিল পৌঁছানো ইত্যাদি সম্পর্কিত নিয়মাবলী সম্বলিত প্রজ্ঞাপন	২৮
পরিশিষ্ট-'খ'	প্রাকৃতিক গ্যাস মূল্যহার বণ্টন	২৯

আদেশ # ২০১৮/০৭ তারিখ: ১৬ অক্টোবর ২০১৮

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (কর্ণফুলী গ্যাস) এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার সম্পর্কিত আদেশ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(খ) এবং ৩৪ অনুসারে কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (কর্ণফুলী গ্যাস) এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণের আবেদনের ওপর গণশুনানি অন্তে এ আদেশ দেয়া হলো।

১.০ আবেদনের সার-সংক্ষেপ

১.১ কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (কর্ণফুলী গ্যাস) ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ ভারিত গড়ে প্রতি ঘনমিটার ০.২৪৮৯ টাকা হতে ১.০৫ টাকায় নির্ধারণের জন্য ২০ মার্চ ২০১৮ তারিখের ২৮.১৫.০০০০.১১২.০১.০০১.১১৬ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে কমিশনে আবেদন করে। উক্ত আবদনে কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ বৃদ্ধির সপক্ষে ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎস কর কর্তনের পরিমাণ বৃদ্ধি, কোম্পানীর বিতরণ মার্জিন হ্রাস পাওয়ায় মুনাফা হ্রাস, ব্যয় বৃদ্ধি, সরকার ও দাতা সংস্থার ঋণ দায় পরিশোধ, নিজস্ব অর্থায়নে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখ করেছে।

১.২ আবেদনে কর্ণফুলী গ্যাস ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার ভারিত গড়ে ৭৫% বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে। ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির সপক্ষে করেছে ক্রমহ্রাসমান দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন এবং দেশে গ্যাসের উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করে বিভিন্ন খাতে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে সরকার তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ অবস্থায় আমদানিতব্য এলএনজির মূল্য বিবেচনায় গ্যাসের সার্বিক মূল্যহার সমন্বয় করা প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ করেছে।

১.৩ কর্ণফুলী গ্যাস আইওসি (International Oil Company-IOC) গ্যাসের ক্রয়মূল্য, উৎপাদন, সঞ্চালন এবং তার রাজস্ব চাহিদা এবং এলএনজি আমদানির ঘাটতি মোকাবেলায় ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার নিম্নোক্ত সারণি-১ অনুযায়ী বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে:

সারণি-১: কর্ণফুলী গ্যাস কর্তৃক ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রস্তাবিত মূল্যহার

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	বর্তমান মূল্যহার (টাকা/ঘনমিটার)	প্রস্তাবিত মূল্যহার (টাকা/ঘনমিটার)	বৃদ্ধির হার (%)
১	বিদ্যুৎ	৩.১৬	১০.০০	২০৬%
২	ক্যাপটিভ পাওয়ার	৯.৬২	১৬.০০	৬৬%
৩	সার	২.৭১	১২.৮০	৩৭২%
৪	শিল্প	৭.৭৬	১৫.০০	৯৩%
৫	চা-বাগান	৭.৪২	১২.৮০	৭৩%
৬	বাণিজ্যিক	১৭.০৪	১৭.০৪	০%
৭	সিএনজি-ফিড গ্যাস	৩২.০০	৪০.০০	২৫%
৮	গৃহস্থালি:			
	ক) মিটারভিত্তিক	৯.১০	৯.১০	০%
	খ) সিঙ্গেল বার্নার (প্রতি মাসে নির্দিষ্ট)	৭৫০.০০	৭৫০.০০	০%
	গ) ডাবল বার্নার (প্রতি মাসে নির্দিষ্ট)	৮০০.০০	৮০০.০০	০%
ভারিত গড় মূল্যহার		**৭.৩৯**	**১২.৯৫**	**৭৫%**

২.০ আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা

২.১ কমিশন কর্ণফুলী গ্যাস এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণের লক্ষ্যে কমিশন আইনের ধারা ৩৪(৪) অনুযায়ী বিচার-বিশ্লেষণ এবং এ বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের শুনানি গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করে।

২.২ কমিশন আবেদনটি বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ মোতাবেক প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক আবেদনের অতিরিক্ত কাগজপত্র ও তথ্যাদি কমিশনে দাখিল করার জন্য ৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখের ২৮.০১.০০০০.০১২.১৪.০০১.১৮-২১৬১ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে তারিখে এবং ২২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখের ২৮.০১.০০০০.০১২.১৪.০০১.১৮-২৬৬০ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে কর্ণফুলী গ্যাস-কে পত্র প্রেরণ করে। কর্ণফুলী গ্যাস ১১ এপ্রিল ২০১৮ এবং ২৪ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে যাচিত তথ্যাদি কমিশনে দাখিল করে।

৩.০ কমিশন কর্তৃক আবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ

৩.১ ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণের আবেদনটি বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি (Methodology) মোতাবেক মূল্যায়নের নিমিত্ত কমিশন ২৯ মার্চ ২০১৮ তারিখের সভায় 'কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (Technical Evaluation Committee-TEC)' গঠন করে।

৩.২ কমিশন ৯ মে ২০১৮ তারিখের সভায় কর্ণফুলী গ্যাস এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণের আবেদনটি পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে এবং মূল্যায়নের জন্য TEC-কে নির্দেশ প্রদান করে।

৩.৩ কর্ণফুলী গ্যাস এর আবেদনের ওপর কমিশন ১৯ জুন ২০১৮ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ১০:০০ টায় টিসিবি অডিটরিয়ামে গণশুনানির দিন, সময় এবং স্থান নির্ধারণ করে।

৪.০ কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক আবেদন মূল্যায়ন

৪.১ TEC বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে কর্ণফুলী গ্যাস এর আবেদনপত্র মূল্যায়ন করে।

৪.২ TEC বিদ্যুৎ এবং সার খাতে গ্যাসের চাহিদা নিরূপণের লক্ষ্যে ১৫ মে ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর সাথে আলোচনা করে। এলএনজি আমদানির পরিমাণ, রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি জাতীয় গ্যাস গ্রীডে সঞ্চালন, এলএনজির আমদানি মূল্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে ১৭ মে ২০১৮ তারিখে পেট্রোবাংলা, গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল) এবং রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (আরপিজিসিএল) এর সাথে TEC মতবিনিময় করে। এছাড়া TEC গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ সংক্রান্ত বিষয়ে ২০ মে ২০১৮ তারিখে পেট্রোবাংলা, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড (বিজিএফসিএল), সিলেট গ্যাস ফিল্ডস্ লিমিটেড (এসজিএফএল) এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিমিটেড (বাপেক্স) এর সাথে মতবিনিময় করে। আমদানিতব্য এলএনজি হতে বিতরণ কোম্পানী প্রান্তে প্রাপ্তব্য গ্যাসের পরিমাণ, গ্রাহকশ্রেণিভিত্তিক গ্যাস ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ, বিদ্যুৎ শ্রেণির গ্রাহকভিত্তিক High Heating Value (HHV) সমন্বয়জনিত গ্যাসের পরিমাণ এবং হিটিং চার্জ বাবদ আয়ের পরিমাণ, গ্রাহকশ্রেণিভিত্তিক অনুমোদিত লোড, সিস্টেম লস/গেইন, ন্যূনতম চার্জ হতে আয়ের পরিমাণ, ইত্যাদি বিষয়ে ২১ মে ২০১৮ তারিখে TEC বিতরণ কোম্পানীর সাথে মতবিনিময় সভা করে।

৪.৩ কর্ণফুলী গ্যাস আবেদনের সাথে ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রাক্কলিত হিসাব কমিশনে দাখিল করে। TEC ২০১৬-১৭ অর্থবছরকে যাচাইবর্ষ (test year)/রেফারেন্স বছর বিবেচনা করে উক্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের ভিত্তিতে জ্ঞাত (known) এবং পরিমাপযোগ্য (measurable) মানদণ্ড অনুসরণ করে প্রোফরমা-সমন্বয়ের (proforma-adjustment) মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের রাজস্ব চাহিদা নিরূপণ করে।

৪.৪ গ্যাস কোম্পানীর প্রস্তাবে প্রতি ঘনমিটার মিশ্রিত গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় ১২.৮০ টাকা নিরূপণ করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে মর্মে TEC তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করে:

(ক) আমদানিতব্য এলএনজির পরিমাণ দৈনিক গড়ে ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট;

(খ) দেশীয় উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ দৈনিক গড়ে ২,৬৯০ মিলিয়ন ঘনফুট;

(গ) প্রতি ঘনমিটার এলএনজির ক্রয়মূল্য ২৫.২১৫ টাকা (প্রতি হাজার ঘনফুট এলএনজির আমদানি ব্যয় ৮.৫০ মার্কিন ডলার এবং ডলার রূপান্তর হার ৮৪ টাকা), ব্যাংক চার্জ (এলসি কমিশন, ইত্যাদি) ০.০১৮ টাকা, এলএনজি আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট ৩.৭৮২ টাকা (১৫% হার বিবেচনায়) এবং রি-গ্যাসিফিকেশন চার্জ ১.৫১৪ টাকা;

(ঘ) বিজিএফসিএল, বাপেক্স এবং এসজিএফএল এর বর্তমান ওয়েলহেড মার্জিন প্রতি ঘনমিটার যথাক্রমে ০.৪২ টাকা, ১.৫১ টাকা এবং ০.৩০ টাকার পরিবর্তে যথাক্রমে ০.৮৩৩ টাকা, ৩.০০ টাকা এবং ০.৩০ টাকা;

(ঙ) আইওসি গ্যাসের নীট মূল্য প্রতি ঘনমিটারে ৩.২৭ টাকা;

(চ) আরপিজিসিএল এর এলএনজি অপারেশনাল মার্জিন প্রতি ঘনমিটার ০.৪০ টাকা (দৈনিক গড়ে ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজির বিপরীতে প্রাপ্য);

(ছ) পেট্রোবাংলা এর অপারেশনাল মার্জিন প্রতি ঘনমিটার ০.২৩ টাকা (দৈনিক গড়ে ৩,৬৯০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের বিপরীতে প্রাপ্য);

(জ) দেশে উৎপাদিত গ্যাসের বিপরীতে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল এবং জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল যথাক্রমে প্রতি ঘনমিটার ০.৩৫ টাকা এবং ১.০১ টাকা;

(ঝ) গড় বিতরণ চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.২৩৬০ টাকা;

(ঞ) জিটিসিএল এর সঞ্চালন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.৪২২৫ টাকা; তবে জিটিসিএল এর আবেদন মোতাবেক প্রস্তাবিত সঞ্চালন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.৪৪৭৬ টাকা; তবে জিটিসিএল এর আবেদন মোতাবেক প্রস্তাবিত সঞ্চালন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.৪৪৭৬ টাকা; এবং

(ট) সরকারের হিস্যা হিসাবে ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহারের ১৫% ভ্যাট বিবেচনায় নেয়া হয়েছে এবং এক্ষেত্রে এলএনজি আমদানি পর্যায়ের ভ্যাট সমন্বয় করা হয়েছে।

(ঠ) প্রস্তাবে গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় নিরূপণে বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক অন্তর্ভুক্ত নেই।

৪.৫ TEC উল্লেখ করে আমদানিকৃত এলএনজি রি-গ্যাসিফিকেশনপূর্বক জিটিসিএল এর ট্রান্সমিশন পাইপলাইনে সরবরাহের জন্য কক্সবাজারের মহেশখালীতে দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের নিমিত্ত Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) ২৪ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে Floating Storage and Re-gasification Unit (FSRU) দেশে এনেছে এবং FSRU থেকে উচ্চ চাপসম্পন্ন গ্যাস মহেশখালী জিরো পয়েন্টে সরবরাহের জন্য প্রায় ৭ কিলোমিটার দীর্ঘ Subsea Pipeline স্থাপন সম্পন্ন করেছে। জিটিসিএল মহেশখালী-আনোয়ারা সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন সম্পন্ন করেছে এবং কর্ণফুলী নদী ক্রসিংসহ আনোয়ারা-ফৌজদারহাট সঞ্চালন পাইপলাইনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। TEC আরো উল্লেখ করে, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (কর্ণফুলী গ্যাস) এর রিং-মেইন পাইপলাইনের গ্যাস প্রবাহ ক্ষমতা দৈনিক সর্বোচ্চ ৩৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হওয়ায়, কর্ণফুলী নদী ক্রসিংসহ আনোয়ারা-ফৌজদারহাট সঞ্চালন পাইপলাইনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়া অবধি চট্টগ্রাম এলাকায় রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি সরবরাহ রিং-মেইন পাইপলাইনের ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

৪.৬ কাতারের Ras Laffan Liquified Natural Gas Company Limited (3) এর সাথে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে এবং ওমানের Oman Trading International Limited এর সাথে ৬ মে ২০১৮ তারিখে পেট্রোবাংলা LNG Sale and Purchase Agreement (SPA) স্বাক্ষর করেছে। উক্ত SPA মোতাবেক পেট্রোবাংলা এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বছরে যথাক্রমে ২.৫০ এবং ১.০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন অর্থাৎ মোট ৩.৫০ মিলিয়ন মেট্রিক টন এলএনজি আমদানি করতে পারবে মর্মে TEC তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করে।

৪.৭ TEC তাদের মূল্যায়নে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আইওসিসহ দেশীয় গ্যাসের পরিমাণ দৈনিক গড়ে ২,৬৪১.১১ মিলিয়ন ঘনফুট বা বছরে ২৭,২৯৭.৫৬ মিলিয়ন ঘনমিটার নিরূপণ করে। সঞ্চালন ক্যাপাসিটি বিবেচনায় জুলাই ২০১৮ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত দৈনিক ৩২৫ মিলিয়ন ঘনফুট এবং অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট অর্থাৎ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দৈনিক গড়ে ৪৫৬ মিলিয়ন ঘনফুট বা বার্ষিক ৪,৭১১.৯২ মিলিয়ন ঘনমিটার এলএনজি আমদানি বিবেচনা করে। TEC দেশে উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত গ্যাসের মোট পরিমাণ নিরূপণ করে দৈনিক গড়ে ৩,০৯৭.১১ মিলিয়ন ঘনফুট বা বছরে ৩২,০০৯.৪৮ মিলিয়ন ঘনমিটার। TEC তাদের মূল্যায়নে গড় ট্রান্সমিশন লস ০.২৫% বিবেচনায় বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে মোট গ্যাস প্রাপ্তির পরিমাণ নিরূপণ করে ৩১,৯২৯.৪৬ মিলিয়ন ঘনমিটার।

৪.৮ TEC প্রতি মেট্রিক টন ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের এপ্রিল, মে এবং জুন ২০১৮ মাসের গড় মূল্য ৭৪.৫১ মার্কিন ডলার বিবেচনায় LNG Sale and Purchase Agreement (SPA) এর ফর্মূলা মোতাবেক প্রতি হাজার ঘনফুট এলএনজির গড় আমদানি বা ক্রয়মূল্য নিরূপণ করে ৯.৭৩৬৯ মার্কিন ডলার।

৪.৯ TEC তাদের মূল্যায়নে দেশে উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত গ্যাসের ব্যয়, তহবিলসমূহ, সঞ্চালন ও বিতরণ চার্জ বিবেচনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে প্রাকৃতিক গ্যাসের পণ্য মূল্য নিরূপণ করে ২,৬৮,৩৮৬ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে দেশীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানীসমূহের ব্যয় ১০,৩৫৪ মিলিয়ন টাকা, আইওসি গ্যাসের নীট ব্যয় ৪২,১০০ মিলিয়ন টাকা, এলএনজি আমদানি এবং রি-গ্যাসিফিকেশন ব্যয় ১,৬৩,৮৮২ মিলিয়ন টাকা, এলএনজি অপারেশনাল ব্যয় (আরপিজিসিএল) ১৮৯ মিলিয়ন টাকা, পেট্রোবাংলা এর পরিচালন ব্যয় ১,২৭৭ মিলিয়ন টাকা, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল ১২,৮৫৭ মিলিয়ন টাকা, জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল ২৭,০৮১ মিলিয়ন টাকা এবং সঞ্চালন ব্যয় ১০,৪৬৪ মিলিয়ন টাকা অন্তর্ভুক্ত।

৪.১০ অনুমোদিত ন্যূনতম গ্যাস লোড/ব্যবহারের পরিমাণ গ্যাস বিক্রয় হিসাবে দেখানো, নিম্নচাপে গ্রাহককে গ্যাস সরবরাহ করলেও প্রেসার ফ্যাক্টরের জন্য গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ বেশি দেখানো এবং মিটারভিত্তিক গ্রাহকের জন্য নির্ধারিত প্রতি ঘনমিটার মূল্যহার দ্বারা মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহকের মাসিক নির্ধারিত বিলকে ভাগ করে মিটারবিহীন সিঙ্গেল এবং ডাবল বার্নার গ্রাহকের গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ যথাক্রমে ৮২ এবং ৮৮ ঘনমিটার বিবেচনায় গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ নিরূপণ করা হয় মর্মে TEC জানায়। এর ফলে গ্রাহকের প্রকৃত গ্যাস ব্যবহার থেকে বিলকৃত গ্যাসের পরিমাণ অধিক প্রদর্শিত হয় এবং এগুলো সিস্টেম গেইনের নিয়ামক হিসাবে কাজ করে মর্মে TEC উল্লেখ করে। TEC মিনিমাম চার্জের বিপরীতে প্রদর্শিত অতিরিক্ত গ্যাসের পরিমাণ বাদ দিয়ে কর্ণফুলী গ্যাস এর ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সিস্টেম গেইন যথাক্রমে ২.৬৮%, ৪.৩৮% এবং ৬.৬০% নিরূপণ করে। TEC কর্ণফুলী গ্যাস এর ক্যাপটিভ পাওয়ার শিল্প, বাণিজ্যিক এবং মিটারভিত্তিক গৃহস্থালি গ্রাহকের নিকট থেকে মিনিমাম চার্জ বাবদ প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ ৯৫৮.০১ মিলিয়ন টাকা মর্মে উল্লেখ করে এবং প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারভিত্তিক বিল প্রণয়ন বিবেচনায় মিনিমাম চার্জ প্রত্যাহারের সুপারিশপূর্বক মিনিমাম চার্জ বাদ দিয়ে অন্যান্য আয় নিরূপণ করে।

৪.১১ TEC তাদের মূল্যায়নে বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে প্রাপ্ত মোট গ্যাসের ১২.২২% হিসাবে কর্ণফুলী গ্যাস এর বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে প্রাপ্ত গ্যাসের পরিমাণ নিরূপণ করে ৩,৯০১.৭৮ মিলিয়ন ঘনমিটার। TEC তাদের মূল্যায়নে কর্ণফুলী গ্যাস এর সিস্টেম গেইন থাকায় সিস্টেম লস শূণ্য বিবেচনায় গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ নিরূপণ করে।

৪.১২ TEC ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য কর্ণফুলী গ্যাস এর গ্যাস ক্রয়, বিক্রয় এবং সিস্টেম লসের হার নিম্নোক্ত সারণি-২ অনুযায়ী বিবেচনা করে:

সারণি-২: কর্ণফুলী গ্যাস এর গ্যাস ক্রয়, বিক্রয় এবং সিস্টেম লসের প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন ঘনমিটার)
১	গ্যাস ক্রয়	৩,৯০১.৭৮
২	সিস্টেম লস (০%)	০
৩	গ্যাস বিক্রয় (১-২)	**৩,৯০১.৭৮**

৪.১৩ কর্ণফুলী গ্যাস এর আবেদনে উপস্থাপিত এবং পরবর্তীতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে TEC ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য কর্ণফুলী গ্যাস এর বিতরণ রাজস্ব চাহিদা নিম্নোক্ত সারণি-৩ অনুযায়ী নিরূপণ করে:

সারণি-৩: কর্ণফুলী গ্যাস এর বিতরণ রাজস্ব চাহিদা

ক্রমিক নং	বিবরণ	রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা)	TEC এর ব্যাখ্যা
১	জনবল	৫৬৬.০০	২০১৬-১৭ অর্থবছরের ব্যয়ের সাথে বার্ষিক ৫% বৃদ্ধি।
২	অফিস ব্যয়	২৬৯.৯৯	২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের ব্যয় বিবেচনায়।
৩	সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যয়	২০.৪২	
৪	পেট্রোবাংলা এর সার্ভিস চার্জ	-	পেট্রোবাংলা এর রাজস্ব চাহিদা পৃথকভাবে বিবেচনা।
৫	সিস্টেম পরিচালন লাইসেন্স ফি	৬.৫০	নীট গ্যাস বিক্রয় রাজস্বের ০.০২৫%।
৬	**মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় (১+...+৫)**	**১,১৪২.৫৭**	
৭	অবচয়	২৭২.০০	ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রকল্প (প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন) এবং অন্যান্য খাতে বার্ষিক স্বাভাবিক সম্পদ সংযোজন বিবেচনায় ব্যবহার্য সম্পদের অবচয়।
৮	রিটার্ন অন রেট বেজ	২৫৮.৩৫	পেইড-আপ ক্যাপিটালের ওপর ১২%, অবশিষ্ট ইক্যুইটির ওপর ৫.৪৪% হারে রিটার্ন এবং সরকারি ও বৈদেশিক ঋণের সুদ যথাক্রমে ৪% ও ৫% হিসাবে রেট বেজের ওপর ভারিত গড়ে ৭.৩৫% রিটার্ন।
৯	প্রভিশন ফর ডব্লিউপিপিএফ	৩৬.৮৬	বিদ্যমান বিতরণ চার্জ বিবেচনায় কর ও ডব্লিউপিপিএফ পূর্ববর্তী নীট মুনাফার ৫%।
১০	কর্পোরেট ট্যাক্স	২৪৫.১০	বিদ্যমান বিতরণ চার্জ বিবেচনায় কর পূর্ববর্তী নীট মুনাফার ৩৫%।
১১	**মোট বিতরণ ব্যয়/রাজস্ব চাহিদা (৬+...+১০)**	**১,৯৫৪.৫২**	
১২	অন্যান্য আয়	**১,১৮০.২১**	পরিচালন ও অপরিচালন এবং সুদ আয় অন্তর্ভুক্তি, তবে মিনিমাম চার্জ থেকে আয় ব্যতিত।
১৩	**নীট বিতরণ ব্যয়/রাজস্ব চাহিদা (১১-১২)**	**৭৭৪.৩১**	
১৪	**নীট বিতরণ ব্যয়/রাজস্ব চাহিদা (টাকা/ঘনমিটার)**	**০.১৯৮৪**	

TEC এর প্রাক্কলন মোতাবেক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর্ণফুলী গ্যাস এর নীট বিতরণ ব্যয়/রাজস্ব চাহিদার পরিমাণ (মোট বিতরণ ব্যয়/রাজস্ব চাহিদা থেকে অন্যান্য আয় বাদ দিয়ে) ৭৭৪.৩১ মিলিয়ন টাকা বা ০.১৯৮৪ টাকা/ঘনমিটার। TEC এর মূল্যায়ন অনুযায়ী কর্ণফুলী গ্যাস এর বিদ্যমান ভারিত গড় বিতরণ চার্জ ০.২৪৮৯ টাকা/ঘনমিটার।

৪.১৪ প্রকৃত মিটার রিডিং/গ্যাস ব্যবহার মোতাবেক গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ নিরূপণ, গ্রাহকের প্রকৃত গ্যাস ব্যবহার মোতাবেক বিল প্রণয়ন নিশ্চিতকরণের স্বার্থে সকল গ্রাহকশ্রেণির মিনিমাম চার্জ প্রত্যাহার করে ফিক্সড কস্টের একটি অংশ গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ভিত্তিতে ডিমান্ড/ফিক্সড চার্জ হিসাবে ধার্য করা, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব প্রতিবেদনে গ্রাহকশ্রেণিভিত্তিক গ্যাস ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ উল্লেখ করা, ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ হতে আয় এবং সম্পূরক শুল্ক ও মূসক পৃথকভাবে প্রদর্শন করা, একাউন্টস্ রিসিভেবলস্ ২ (দুই) সমমাসে নামিয়ে আনা, আয়কর দায় এবং উৎসে আয়কর কর্তনে অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণ, ইত্যাদি বিষয়ে কমিশন কর্তৃক আদেশ/নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে TEC তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে।

৫.০ গণশুনানি

৫.১ কমিশনের ৯ মে ২০১৮ তারিখের ২৮.০১.০০০০.০১২.১৪.০০১.১৮-২৯৭৪ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে কর্ণফুলী গ্যাস এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণের আবেদনের ওপর অনুষ্ঠেয় গণশুনানির তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করে ৯ মে ২০১৮ তারিখে গণবিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়। উক্ত গণবিজ্ঞপ্তি কমিশনের ওয়েবসাইটে এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। এছাড়া, কমিশনের ৯ মে ২০১৮ তারিখের ২৮.০১.০০০০.০১২.১৪.০০১.১৮-২৯৭৩ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে গণশুনানি অনুষ্ঠানের বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে নোটিশ প্রদান করা হয়। গণবিজ্ঞপ্তি এবং নোটিশে আগ্রহী ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে কমিশনে অনুষ্ঠেয় গণশুনানিতে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ৩১ মে ২০১৮ তারিখের মধ্যে নাম তালিকাভুক্তকরণ এবং শুনানি-পূর্ব লিখিত বক্তব্য/মতামত প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়।

৫.২ বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্সন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন শুনানি-পূর্ববর্তী মতামত প্রদান করে। মতামতে সিএনজি গ্রাহকশ্রেণির মূল্যহার বৃদ্ধি না করার দাবী জানানো হয়। মতামতে উল্লেখ করা হয় যে, সিএনজি খাত মাত্র ৫% এর কম গ্যাস ব্যবহার করে সরকারকে গ্যাস খাতের মোট রাজস্বের ২২% এর অধিক রাজস্বের যোগান দিচ্ছে। আমদানিকৃত এলএনজি রি-গ্যাসিফিকেশনের মাধ্যমে ভোক্তাপর্যায়ে সরবরাহ করতে যে মূল্য পড়বে সিএনজি খাত ইতোমধ্যে তার চেয়ে বেশি মূল্য পরিশোধ করছে। সিএনজির মূল্য বৃদ্ধিতে সিএনজি চালিত গণপরিবহনের ভাড়ার পাশাপাশি তরল জ্বালানি চালিত গণপরিবহনের ভাড়াও বৃদ্ধি পাবে মর্মে মতামতে উল্লেখ করা হয়।

৫.৩ ১৯ জুন ২০১৮ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় কমিশন আইনের ধারা ১২(৩) অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে টিসিবি অডিটরিয়ামে কর্ণফুলী গ্যাস এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণের আবেদনের ওপর গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের সকল সদস্য শুনানি পরিচালনায় অংশ নেন।

৫.৩.১ শুনানিতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা, আবেদনকারী কর্ণফুলী গ্যাস, দেশীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানীসমূহ, জিটিসিএল, অন্যান্য গ্যাস বিতরণ কোম্পানী এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), বিএসআরএম, গণসংহতি আন্দোলন, বিডি এনার্জি এন্ড পাওয়ার, বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ট্যারিফ ও প্রান্তিক সুবিধাদি পুনর্নির্ধারণ সংগ্রাম পরিষদ এবং বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্সন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিবৃন্দসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

৫.৩.২ কমিশনের চেয়ারম্যান গণশুনানির উদ্দেশ্য এবং বিচারিক দিকটি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাপূর্বক বিচারিক প্রক্রিয়ায় গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাবটি যে ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত (just and reasonable) তা প্রমাণের দায়িত্ব কর্ণফুলী গ্যাস কর্তৃপক্ষের মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি কর্ণফুলী গ্যাসকে তাদের প্রস্তাব উপস্থাপনার জন্য আহ্বান জানান।

৫.৩.৩ কর্ণফুলী গ্যাস এর প্রতিনিধি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ ৩,৫০৮.০০ এমএমসিএম, মোট বিতরণ রাজস্ব চাহিদা ৩৯১৮.২০ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য আয় ২৪৬.৩০ মিলিয়ন টাকা বিবেচনায় ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ১.০৫ টাকায় নির্ধারণের প্রস্তাবনা বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেন।

৫.৩.৪ TEC তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন শুনানিতে পেশ করে, যা সংক্ষিপ্তভাবে অনুচ্ছেদ ৪ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৫.৩.৫ ক্যাব প্রতিনিধির প্রশ্নের জবাবে কর্ণফুলী গ্যাস জানায়, নতুন জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ নতুন নিয়োগের ফলে তাদের জনবল ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয় বেড়েছে। এছাড়া, সুদ খাতে আয় বেশি ধরা হয়েছে। স্থায়ী আমানত হতে টাকা এলএনজির বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ দেয়া হচ্ছে। এ ঋণ দেয়া হলে সুদ খাতে আয় থাকবে না। পেট্রোবাংলা হতে ঋণ গ্রহণ করতে হবে। মিনিমাম বিল না থাকলে সিস্টেম গেইন থাকবে না। তাই ২% সিস্টেম লস বিবেচনা করা প্রয়োজন। ক্যাব প্রতিনিধি জানান, কর্ণফুলী গ্যাস এর গ্যাস সরবরাহ সংকট সবচেয়ে বেশি। এলএনজি আসলেও তাদের গ্যাস সংকট কমবে না কারণ তারা সম্ভাব্য গ্যাসের বরাদ্দের চেয়ে বেশী পরিমাণ গ্যাসের জন্য ডিমান্ড নোট ইস্যু করছে। ক্যাব প্রতিনিধি প্রি-পেইড এবং Electronic Volume Corrector (EVC) মিটার স্থাপনের অগ্রগতির বিষয়ে জানতে চাইলে কর্ণফুলী গ্যাস জানায়, তাদের প্রায় ৬,০০,০০০ গৃহস্থালি গ্রাহকদের মধ্যে প্রায় ৩০,০০০ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে এবং ৭৮০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩১০টি প্রতিষ্ঠানে EVC মিটার স্থাপন করা হয়েছে। মিটারযুক্ত গৃহস্থালি গ্রাহকদের মাসভিত্তিক গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ বিষয়ে ক্যাব প্রতিনিধি জানতে চাইলে কর্ণফুলী গ্যাস জানায়, এ গ্রাহকের মাসে গ্যাস ব্যবহার হয় গড়ে ৬৮ ঘনমিটার। ক্যাব প্রতিনিধি গ্যাস বিতরণ কোম্পানীর জন্য ২% সিস্টেম লস বিবেচনা করা হবে অযৌক্তিক বলে উল্লেখ করেন। তিনি জানান, গ্যাস বিতরণ কোম্পানী চাহিদা মোতাবেক গ্যাস দিতে পারছে না। অন্যদিকে মিনিমাম চার্জ নিচ্ছে। ডিমান্ড চার্জ চালু করা ঠিক হবে না মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

৫.৩.৬ এলএনজি সরবরাহে বিলম্বের বিষয়ে জ্বালানি বিভাগ এর প্রতিনিধি বলেন, কারিগরি ত্রুটির কারণে এলএনজি সরবরাহ করা যাচ্ছে না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বৈরি আবহাওয়ার কারণে কারিগরি ত্রুটি দূর করতে বিলম্ব হচ্ছে। ২০১৯ সালের জানুয়ারির দিকে দৈনিক আরো ৫০০ ঘনফুট এলএনজি সরবরাহ করা যাবে। ভবিষ্যতে স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন করা হবে। পেট্রোবাংলা প্রকৃত গ্রাহক চাহিদা নিরূপণ করলে সে মোতাবেক নিরবচ্ছিন্ন এবং মানসম্মত গ্যাস সরবরাহ করা যাবে।

৫.৩.৭ পেট্রোবাংলা প্রতিনিধি বলেন, এতদিন লো-প্রেসারে পাইপলাইন চালানোর কারণে এফিসিয়েন্সি হ্রাস পেয়েছে। প্রেসার বৃদ্ধি পেলে পাইপলাইন আপগ্রেড করতে হবে। বিতরণ মার্জিন বৃদ্ধি পেলে কোম্পানীর প্রকল্প গ্রহণে সক্ষমতা বাড়বে।

৫.৩.৮ বিদ্যুৎ খাতে গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর প্রতিনিধি বলেন, প্রস্তাব মোতাবেক বিদ্যুৎ খাতে গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধি পেলে সর্বমোট ৭,৪০০ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

৫.৩.৯ বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্সন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধি মাদার-ডটার সিএনজি স্টেশনের গ্যাস প্রাপ্তির উৎস এবং বিক্রয়ের বিষয়ে নজরদারী করার জন্য কমিশনকে অনুরোধ জানান।

৫.৩.১০ শুনানিতে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার কিছু প্রতিনিধি গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধি না করার দাবী জানান। আবার কেউ কেউ যৌক্তিক ও সহনীয় হারে মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন।

৫.৩.১১ কমিশনের চেয়ারম্যান স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের শুনানি-পরবর্তী কোনো মতামত থাকলে তা ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে কমিশনে প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে কর্ণফুলী গ্যাস এর আবদনের ওপর অনুষ্ঠিত গণশুনানির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৫.৪ তিতাস গ্যাস এর আবেদনের ওপর অনুষ্ঠিত শুনানিতে পেট্রোবাংলা চার্জ এবং আরপিজিসিএল এর এলএনজি অপারেশনাল চার্জ নির্ধারণের বিষয়ে পৃথক শুনানি অনুষ্ঠানের জন্য ক্যাবসহ স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের দাবীর প্রেক্ষাপটে ২৫ জুন ২০১৮ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় টিসিবি অডিটরিয়ামে এ বিষয়ে গণশুনানির সময় ও স্থান নির্ধারণ করা হয়। কমিশনের ১৯ জুন ২০১৮ তারিখের ২৮.০১.০০০০.০১২.১৪.০০১.১৮-৩৮১৭ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে গণশুনানি অনুষ্ঠানের বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে নোটিশ প্রদান করা হয়। নোটিশে আগ্রহী ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুষ্ঠেয় গণশুনানিতে অংশগ্রহণপূর্বক পেট্রোবাংলা চার্জ এবং আরপিজিসিএল এর এলএনজি অপারেশনাল চার্জ নির্ধারণের বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী যুক্তি/মতামত উপস্থানের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়। ২৫ জুন ২০১৮ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় কমিশন আইনের ধারা ১২(৩) অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে পেট্রোবাংলা চার্জ এবং আরপিজিসিএল এর এলএনজি অপারেশনাল চার্জ নির্ধারণের বিষয়ে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের সকল সদস্য শুনানি পরিচালনায় অংশ নেন।

৫.৪.১ শুনানিতে পেট্রোবাংলা, আরপিজিসিএল, বিজিএফসিএল, এসজিএফএল, বাপেক্স, জিটিসিএল, গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহ, ক্যাব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ স্টীল মিল এসোসিয়েশন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), গণসংহতি আন্দোলন এবং বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্সন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিবৃন্দ; বুয়েটের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মো: নুরুল ইসলাম; জিটিসিএল এর প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের প্রাক্তন পরামর্শক জনাব মনজুর মোর্শেদ তালুকদার; স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষগণ এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

৫.৪.২ কমিশনের চেয়ারম্যান গণশুনানির উদ্দেশ্য এবং ধাপওয়ারী পদ্ধতিসমূহ পালনীয় হিসাবে বর্ণনাপূর্বক পেট্রোবাংলাকে তাদের চার্জ নির্ধারণের যৌক্তিকতা উপস্থাপনের আহ্বান জানান।

৫.৪.৩ পেট্রোবাংলা এর প্রতিনিধি জানান, পেট্রোবাংলা এর বাজেট অর্থ মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং সেলের মাধ্যমে অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত বাজেট পেট্রোবাংলা এর কোম্পানীসমূহ হতে সার্ভিস চার্জ হিসাবে আদায় করা হয়। পেট্রোবাংলা এর পরিচালন ব্যয় সার্ভিস চার্জের পরিবর্তে পেট্রোবাংলা চার্জ হিসাবে নেয়া হলে সকল পক্ষের জন্যই সুবিধা হবে বলে পেট্রোবাংলা জানায়। পেট্রোবাংলা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তাদের পরিচালন ব্যয় (আইওসি গ্যাসের ব্যয় এবং এলএনজি আমদানি ব্যয় ব্যতীত) ১,৯৩৪.৯৯ মিলিয়ন টাকা উল্লেখপূর্বক সে মোতাবেক পেট্রোবাংলা চার্জ নির্ধারণের জন্য অনুরোধ জানায়।

৫.৪.৪ কমিশনের চেয়ারম্যানের আহ্বানে আরপিজিসিএল এর প্রতিনিধি এলএনজি অপারেশনাল চার্জ নির্ধারণের যৌক্তিকতা উপস্থাপন করেন। আরপিজিসিএল জানায়, এলএনজি আমদানির দায়িত্ব তাদের উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে। আরপিজিসিএল এর প্রতিনিধি এলএনজি আমদানিতে তাদের গৃহিত এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রম তুলে ধরেন এবং জানান মূলতঃ জনবল ব্যয় বৃদ্ধি এবং অবকাঠামো ব্যয় নির্বাহের জন্য আরপিজিসিএল এর এলএনজি অপারেশনাল চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.৪০ টাকা চাওয়া হয়েছে। আরপিজিসিএল ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তাদের প্রাক্কলিত এলএনজি অপারেশনাল ব্যয় মোট ১,৮৪৫.৬৫ মিলিয়ন টাকার বিস্তারিত বিবরণী তুলে ধরে। আরপিজিসিএল জানায়, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রাক্কলিত এলএনজি আমদানির পরিমাণ দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট বা বছরে ৫,১৪৭.৮২ মিলিয়ন ঘনমিটার। সে মোতাবেক এলএনজির বিপরীতে ব্যয় প্রতি ঘনমিটারে ০.৩৬ টাকা এবং লভ্যাংশ প্রতি ঘনমিটারে ০.০৪ টাকাসহ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তাদের প্রাক্কলিত এলএনজি অপারেশনাল ব্যয় প্রতি ঘনমিটারে ০.৪০ টাকা।

৫.৪.৫ ক্যাব প্রতিনিধি গ্যাসের ট্রান্সমিশন চার্জ, ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ, পেট্রোবাংলা ও আরপিজিসিএল এর চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার বিষয়ে সামগ্রিক উপস্থাপনা তুলে ধরেন। ক্যাব বিজিএফসিএল এর জন্য ০.৮৩ টাকা এবং বাপেক্স এর জন্য ৩.০০ টাকা বিবেচনা করে গ্যাসের মূল্যহার হিসাব করা, এলএনজি ব্যবহার শুরুর পূর্বে এলএনজি মিশ্রিত গ্যাসের মূল্যহার

বৃদ্ধি না করা, ডিমান্ড চার্জ আরোপ না করা, মূল্যহারে আইওসি গ্যাসের এসডি-ভ্যাট যুক্ত না করা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করে। ক্যাব ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধি না করে বিভিন্ন খাতের ব্যয় সমন্বয়ের মাধ্যমে এলএনজি মিশ্রিত গ্যাসের আর্থিক ঘাটতি সমন্বয়ের দাবী জানায়। ক্যাব প্রতিনিধি রাজস্ব চাহিদা অনুযায়ী বিতরণ কোম্পানীর চার্জ নির্ধারণ করা, মিশ্রিত গ্যাসের পাইকারি মূল্যহার নির্ধারণ করা, কোম্পানীসমূহ কর্তৃক যথাযথভাবে বিইআরসি এর আদেশ বাস্তবায়ন না করা, বাজেটে জ্বালানি খাতে চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল বরাদ্দ দেয়া, এলএনজি কার্যক্রমের জন্য আরপিজিসিএল কমিশন থেকে লাইসেন্স গ্রহণ না করা, ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য তুলে ধরেন।

৫.৪.৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি পেট্রোবাংলা কর্তৃক বিদেশি কোম্পানীর ব্লক বিডিং এর জন্য মাল্টি ক্লায়েন্ট সার্ভে (Multi Client Survey) সম্পন্নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তিনি জানান, ভারত ও মিয়ানমার সমুদ্রবক্ষে তাদের প্রতিটি ব্লকে বিদেশি কোম্পানীর সাথে নিজেরা শেয়ারিং এর মাধ্যমে গ্যাস অনুসন্ধান করছে। তিনি বাপেক্স এর সক্ষমতা বাড়িয়ে স্থলভাগে ও সমুদ্রবক্ষে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের ওপর জোর দেওয়া এবং বাপেক্স কর্তৃক যথাযথভাবে অনুসন্ধান কূপ খননের বিষয়টি নিশ্চিত করা আবশ্যক মর্মে অভিমত রাখেন।

৫.৪.৭ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) এর প্রতিনিধি জানান যে, গৃহস্থালি শ্রেণিতে ১৬% গ্যাস সরবরাহের কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে তা অনেক কম। তিনি দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দ্রুত গ্যাস কূপ খননের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানান।

৫.৪.৮ ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি জানান, এলএনজি আমদানি বাড়তে থাকলে এবং দেশীয় গ্যাস কমতে থাকলে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। এজন্য ব্যবসায় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়। প্রতি বছর ২ টিসিএফ গ্যাস ব্যবহার হলে ২০২২-২৩ সালের দিকে দেশীয় গ্যাস শেষ হয়ে যাবে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। আন্তর্জাতিক বাজারে এলএনজির মূল্য volatile হওয়ায় Long Term Agreement এর ভিত্তিতে এলএনজির মূল্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

৫.৪.৯ কমিশনের চেয়ারম্যান স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের গণশুনানি-পরবর্তী কোনো মতামত থাকলে তা ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে কমিশনে প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে পেট্রোবাংলা চার্জ এবং আরপিজিসিএল এর এলএনজি অপারেশনাল চার্জ নির্ধারণের বিষয়ে অনুষ্ঠিত গণশুনানির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৬.০ শুনানি-পরবর্তী মতামত

৬.১ কর্ণফুলী গ্যাস শুনানি পরবর্তী মতামত প্রদান করে। মতামতে কর্ণফুলী গ্যাস বর্তমান ও প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো বিবেচনা করে জনবল খাতে ১,৩৯৬ মিলিয়ন টাকা, কোম্পানীর ভবিষ্যত স্বচ্ছলতা/তারল্যের ধারা অব্যাহত রাখার স্বার্থে নন-বাল্ক গ্রাহকদের নিকট সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের বকেয়া পাওনার বিপরীতে সঞ্চিতির বিধান থাকায় ব্যাড এন্ড ডাউটফুল ডেবটস খাতে ৩৫ মিলিয়ন টাকা, কর্ণফুলী গ্যাস এর বিতরণ চার্জ ৮৪২ মিলিয়ন চার্জ বহাল রাখা এবং পেট্রোবাংলা হতে বরাদ্দ অনুযায়ী ৩,৫০৮ এমএমসিএম গ্যাস বিবেচনার জন্য মতামত প্রদান করা হয়। কর্ণফুলী গ্যাস মিনিমাম চার্জ বহাল রাখার দাবী জানায়। কর্ণফুলী গ্যাস পরিচালন আয় ৬০ মিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা; বিভিন্ন প্রকল্পে ও ঋণের সুদ পরিশোধের জন্য স্থায়ী আমানতের অর্থ ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় সুদ আয় ১৪০ মিলিয়ন টাকা বিবেচনা করার অনুরোধ জানায়।

৬.২ ক্যাব ২৮ জুন ২০১৮ তারিখে শুনানি-পরবর্তী মতামত প্রদান করে। মতামতে ক্যাব উল্লেখ করে যে, জ্বালানি মিশ্রণে গ্যাস ও তেলের পাশাপাশি এলএনজি এক নতুন জ্বালানি। মূল্যহার নির্ধারণে সার্ভিস চার্জ দেশীয় গ্যাসের ক্ষেত্রে পেট্রোবাংলা এবং এলএনজির ক্ষেত্রে আরপিজিসিএল পাবে। আরপিজিসিএল সরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এলএনজির ক্ষেত্রে তার সার্ভিস চার্জ আউটসোর্সিং সার্ভিস হিসাবে গণ্য হবে। আরপিজিসিএল এর চার্জ পেট্রোবাংলা এর চার্জ অপেক্ষা অধিক হবে না মর্মে ক্যাব উল্লেখ করে। ক্যাব গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধি না করে এলএনজি মিশ্রিত গ্যাসের আর্থিক ঘাটতি জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, আইওসি গ্যাসের এসডি-ভ্যাট, গ্যাসের সম্পদ মূল্যের এসডি-ভ্যাট, সরকারের ডিভিডেন্ট ইত্যাদি খাত থেকে সমন্বয় করার সুপারিশ করে। ক্যাব ব্যবহৃত সম্পদ অনুযায়ী অবচয় ও রিটার্ন এবং চার্জ নির্ধারণ করার দাবী জানায়। ক্যাব এর মতে দিনে কমপক্ষে ৮.৭৬ কোটি ঘনমিটার গ্যাস সরবরাহ না হলে প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যয় বৃদ্ধি পাবে এবং সে ব্যয় বৃদ্ধি মোকাবেলায় গ্যাসের মূলহার বৃদ্ধি যৌক্তিক নয় মর্মে উল্লেখ করে। ক্যাব গ্যাস সরবরাহের সকল পর্যায়ের ব্যয় গণশুনানির ভিত্তিতে যাচাই-বাছাইক্রমে গ্যাসের মূল্যহার বিইআরসি কর্তৃক নির্ধারণ, রাজস্ব চাহিদা বিবেচনায় বিতরণ কোম্পানীর চার্জ নির্ধারণ করা, মিশ্রিত গ্যাসের পাইকারি মূল্যহার নির্ধারণ করা, বিতরণ কোম্পানীর পাইকারি গ্যাস ক্রয় মূল্যহার কোম্পানী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হারে নির্ধারণের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত আয় সমন্বয় করা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের সুপারিশ উল্লেখ করে।

৬.৩ বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্সন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন শুনানি-পরবর্তী মতামতে ভোক্তাপর্যায়ে সিএনজির বিক্রয়মূল্য অকটেনের মূল্যের ২৫% নির্ধারণের অনুরোধ জানায়।

৭.০ কমিশনের পর্যালোচনা

৭.১ গণশুনানিতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আইওসিসহ দেশীয় গ্যাস উৎপাদনের তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সে অনুযায়ী দেশীয় কোম্পানী এবং আইওসি এর দৈনিক গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ ২,৬৪১.৪১ মিলিয়ন ঘনফুট, যার মধ্যে বিজিএফসিএল ৮০১, বাপেক্স, ৯৮.৩৭, এসজিএফএল ১৩১.৭৪ এবং আইওসি ১,৬১০ মিলিয়ন ঘনফুট। এ হিসাবে বার্ষিক গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ ২৭,২৯৭.৫৬ মিলিয়ন ঘনমিটার, যার মধ্যে বিজিএফসিএল ৮,২৭৮.৮৫, বাপেক্স, ১,৩৬১.৬২, এসজিএফএল ১,০১৬.৭২ এবং আইওসি ১৬,৬৪০.৩৮ মিলিয়ন ঘনমিটার। প্রকৃত গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা বিবেচনায় উপস্থাপিত তথ্য বিবেচনা করা যায়।

৭.২ গ্যাস বিতরণ কোম্পানীর প্রস্তাবে দৈনিক গড়ে ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজি আমদানির বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। পেট্রোবাংলা কাতার এবং ওমান থেকে বছরে যথাক্রমে সর্বোচ্চ ২.৫০ এবং ১.০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন এলএনজি ক্রয়ের বিষয়ে এলএনজি সেল এন্ড পারচেজ এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর করেছে এবং কাতার থেকে এলএনজি আমদানি শুরু করেছে। Excelerate Energy Bangladesh Limited কর্তৃক স্থাপিত Floating Storage and Re-gasification Unit এর মাধ্যমে গত ১৮ আগস্ট ২০১৮ তারিখ থেকে জিটিসিএল এর মহেশখালী জিরো পয়েন্টে রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি সরবরাহ শুরু হয়েছে। জিটিসিএল ২০ আগস্ট ২০১৮ থেকে চট্টগ্রামের বিতরণ নেটওয়ার্কে রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি সরবরাহ শুরু করেছে। আনোয়ারা-ফৌজদারহাট সঞ্চালন পাইপলাইনসহ কর্ণফুলী নদী ক্রসিং এর কাজ চলমান রয়েছে। এমতাবস্থায়, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দৈনিক গড়ে ৩৮১ মিলিয়ন ঘনফুট (১৮-২৩ আগস্ট ২০১৮ সময়ে দৈনিক গড়ে ৭৫ মিলিয়ন ঘনফুট, ২৪ আগস্ট ২০১৮ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে দৈনিক গড়ে ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে ২০০ মিলিয়ন ঘনফুট, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে দৈনিক গড়ে ৩০০ মিলিয়ন ঘনফুট এবং নভেম্বর ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে দৈনিক গড়ে ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট) বা বছরে মোট ৩,৯২৬.১৩ মিলিয়ন ঘনমিটার রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি আমদানি বিবেচনা করা যৌক্তিক বিবেচিত হয়।

৭.৩ প্রতি ঘনমিটার গ্যাস উৎপাদনের বিপরীতে বিজিএফসিএল, বাপেক্স এবং এসজিএফএল এর ওয়েলহেড চার্জ যথাক্রমে ০.৮৩৩ টাকা, ৩.০০ টাকা এবং ০.৩০ টাকা বিবেচনায় গ্যাস বিতরণ কোম্পানীর প্রস্তাব গণশুনানিতে উপস্থাপিত হয়েছে। পরবর্তীতে পেট্রোবাংলা বিজিএফসিএল এবং এসজিএফএল এর ওয়েলহেড চার্জ প্রতি ঘনমিটার যথাক্রমে ০.৭০ টাকা এবং ০.২০ টাকা নির্ধারণের বিষয়ে কমিশনকে অবহিত করেছে। এমতাবস্থায়, প্রতি ঘনমিটার গ্যাস উৎপাদনের বিপরীতে বিজিএফসিএল, বাপেক্স এবং এসজিএফএল এর ওয়েলহেড চার্জ যথাক্রমে ০.৭০ টাকা, ৩.০০ টাকা এবং ০.২০ টাকা বিবেচনা করা যায়। অপরদিকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রকৃত ব্যয় এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রাক্কলিত তথ্যের ভিত্তিতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আইওসি গ্যাসের নীট মূল্য প্রতি ঘনমিটার ২.৫১ টাকা নিরূপণ যথাযথ বিবেচিত হয়।

৭.৪ কাতারের Ras Laffan Liquified Natural Gas Company Limited (3) এর সাথে পেট্রোবাংলা এর স্বাক্ষরিত এলএনজি সেল এন্ড পারচেজ এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী প্রতি এমএমবিটিইউ এলএনজির ক্রয়মূল্য হবে এলএনজি সরবরাহ মাসের অব্যবহিত পূর্ববর্তী তিন মাসের Platts Oilgram Price Report-এ প্রকাশিত Brent ক্রুড অয়েলের গড় মূল্যের (ইউএসডলার/ব্যারেল) ১২.৬৫% এবং Constant Factor ০.৫০ ইউএসডলার/এমএমবিটিইউ এর সমষ্টি। অন্যদিকে ওমানের Oman Trading International Limited এর সাথে পেট্রোবাংলা এর স্বাক্ষরিত এলএনজি সেল এন্ড পারচেজ এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী প্রতি এমএমবিটিইউ এলএনজির ক্রয়মূল্য হবে এলএনজি সরবরাহ মাসের অব্যবহিত পূর্ববর্তী তিন মাসের Platts Oilgram Price Report-এ প্রকাশিত Brent ক্রুড অয়েলের গড় মূল্যের (ইউএসডলার/ব্যারেল) ১১.৯০% এবং Constant Factor ০.৪০ ইউএসডলার/এমএমবিটিইউ এর সমষ্টি। উন্মুক্ত সোর্স হিসাবে www.eia.gov, www.statista.com এবং www.countryeconomy.com থেকে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক এপ্রিল, মে এবং জুন ২০১৮ মাসে প্রতি ব্যারেল Brent ক্রুড অয়েলের গড় মূল্য ছিল যথাক্রমে ৭২.১১, ৭৬.৯৮ এবং ৭৪.৪১ মার্কিন ডলার। বর্ণিত ফর্মূলা মোতাবেক উক্ত ৩ (তিন) মাসে প্রতি ব্যারেল Brent ক্রুড অয়েলের গড় মূল্য দাঁড়ায় ৭৪.৫০ টাকা। এমতাবস্থায়, উপরে বর্ণিত ফর্মূলা মোতাবেক প্রতি হাজার ঘনফুট এলএনজির ক্রয়মূল্য (১ এমএমবিটিইউ = এক হাজার ঘনফুট বিবেচনায়) ৯.৭৩৬০ মার্কিন ডলার নিরূপণ করা যথাযথ বিবেচিত হয়। Excelerate Energy Bangladesh Limited এর সাথে পেট্রোবাংলা এর সম্পাদিত LNG Terminal Use Agreement মোতাবেক এলএনজির রি-গ্যাসিফিকেশন ব্যয় নিরূপণ করা যৌক্তিক বিবেচিত হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের এসআরও নং ২৮৩-আইন/৪৩/কাস্টমস্ এর মাধ্যমে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ থেকে এলএনজির আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর ০৩ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের এসআরও নং ২৮৯-আইন/২০১৮/৮১৬-মূসক এর মাধ্যমে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ থেকে এলএনজি আমদানির ক্ষেত্রে অগ্রিম মূসক প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাই বিতরণ কোম্পানীর প্রস্তাবে গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় নিরূপণের ক্ষেত্রে এলএনজির আমদানি শুল্ক এবং অগ্রিম মূসক অন্তর্ভুক্ত না করা যথাযথ বিবেচিত হয়।

৭.৫ গ্যাস বিতরণ কোম্পানীর প্রস্তাবে পেট্রোবাংলা চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.২৩ টাকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে কোম্পানীসমূহ হতে সার্ভিস চার্জ আদায়পূর্বক পেট্রোবাংলা এর পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা হয়। পেট্রোবাংলাকে প্রদত্ত সার্ভিস চার্জ গ্যাস কোম্পানীর ব্যয় হিসাবে হিসাবভুক্ত করা হয়। গণশুনানিতে পেট্রোবাংলা এর পরিচালন ব্যয় (আইওসি গ্যাসের ব্যয় এবং এলএনজি আমদানি ব্যয় ব্যতীত) সংকুলানের জন্য পেট্রোবাংলা চার্জ পৃথকভাবে নির্ধারণের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে আইওসিসহ দেশীয় গ্যাস সরবরাহ এবং এলএনজি আমদানি ও সরবরাহ সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি পেট্রোবাংলা কর্তৃক সম্পাদন বিবেচনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পেট্রোবাংলা এর এ সম্পর্কিত পরিচালন ব্যয় (বড় পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড এবং মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড সম্পর্কিত পরিচালন ব্যয় ব্যতীত) ১,৭০৩ মিলিয়ন টাকা বিবেচনা করা যায়। প্রতি ঘনমিটার পেট্রোবাংলা চার্জ নির্ধারণের ক্ষেত্রে আইওসিসহ দেশীয় উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত গ্যাসের পরিমাণ বিবেচনায় নেয়া যথাযথ বিবেচিত হয়। পেট্রোবাংলা চার্জ নির্ধারণের পরিপ্রেক্ষিতে গ্যাস কোম্পানীসমূহ থেকে আদায়কৃত প্রচলিত পেট্রোবাংলা সার্ভিস চার্জ বিলোপ করা আবশ্যক বিবেচিত হয়।

৭.৬ গ্যাস বিতরণ কোম্পানীর প্রস্তাবে আরপিজিসিএল এর এলএনজি অপারেশনাল চার্জ আমদানিকৃত এলএনজির বিপরীতে প্রতি ঘনমিটার ০.৪০ টাকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গণশুনানিতে এলএনজি আমদানি কার্যক্রমের জন্য আরপিজিসিএল এর এলএনজি অপারেশনাল চার্জ নির্ধারণে মতামত পাওয়া যায়। ক্যাব এর গণশুনানি পরবর্তী মতামতে আরপিজিসিএল এর এলএনজি অপারেশনাল চার্জ পেট্রোবাংলা এর চার্জ অপেক্ষা অধিক হবে না মর্মে মত প্রকাশ করা হয়। আরপিজিসিএল এলএনজি আমদানি সংক্রান্ত কারিগরি কার্যক্রম নতুন এবং ক্রমান্বয়ে এর আওতা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। তাই আরপিজিসিএল এর এ সংক্রান্ত প্রকৃত ব্যয়ের চিত্র সুনির্দিষ্টভাবে নিরূপণের জন্য কিছুটা সময় প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে। এ প্রেক্ষাপটে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরপিজিসিএল এর এলএনজি অপারেশনাল চার্জ (আরপিজিসিএল এর কনডেনসেট, এলপিজি এবং সিএনজি সংক্রান্ত আয়-ব্যয় ব্যতীত) প্রতি ঘনমিটার ০.২০ টাকা বিবেচনা করা যায়। প্রতি ঘনমিটার এলএনজি অপারেশনাল চার্জ পরিশোধের ক্ষেত্রে রি-গ্যাসিফাইড এলএনজির পরিমাণ বিবেচনায় নেয়া যথাযথ বিবেচিত হয়।

৭.৭ দেশীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানীসমূহের উৎপাদন সক্ষমতা সৃষ্টির বিষয়টি বিবেচনায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৩ এপ্রিল ২০০৯ তারিখের অম/অবি/বাজেট-১৫/জ্বালানী-২৮/০৯/২৪৩ নম্বর স্মারক মোতাবেক সম্পূরক শুল্ক এবং মূসকসহ গ্যাস উন্নয়ন তহবিল শুধুমাত্র দেশীয় উৎপাদিত গ্যাসের ওপর আরোপ করা যৌক্তিক বিবেচিত হয়। এ লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে গ্রাহকশ্রেণিভিত্তিক প্রকৃত গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণের ভিত্তিতে সম্পূরক শুল্ক এবং মূসকসহ গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে সংগৃহিত অর্থের পরিমাণ ১৪,৭৮২ মিলিয়ন টাকা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্থির রেখে উক্ত অর্থবছরের মোট দেশীয় এবং আমদানিকৃত গ্যাসের পরিমাণ থেকে তা সংগ্রহ করা যৌক্তিক বিবেচিত হয়।

৭.৮ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয় বিবেচনায় শুধুমাত্র দেশীয় উৎপাদিত গ্যাসের ওপর জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল আরোপ করা যৌক্তিক বিবেচিত হয়। এ লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে গ্রাহকশ্রেণিভিত্তিক প্রকৃত গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণের ভিত্তিতে জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলে সংগৃহিত অর্থের পরিমাণ ২৮,৪১৭ মিলিয়ন টাকা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্থির রেখে তা উক্ত অর্থবছরের মোট দেশীয় এবং আমদানিকৃত গ্যাসের পরিমাণ থেকে সংগ্রহ করা যথাযথ বিবেচিত হয়।

৭.৯ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৩ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের এসআরও নং-২৯১-আইন/২০১৮/৮১৫/মূসক এর মাধ্যমে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ থেকে ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিদ্যমান মূল্যহারে অন্তর্ভুক্ত সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের সম্পূরক শুল্ক অংশ ব্যতীত অবশিষ্ট সম্পূরক শুল্ক এলএনজি আমদানি ব্যয় পূরণে এলএনজি চার্জের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যৌক্তিক বিবেচিত হয়।

৭.১০ বিদ্যমান মূল্যহারে দেশীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানীর ওয়েলহেড চার্জ, পেট্রোবাংলা চার্জ, আইওসি গ্যাসের নীট মূল্য, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল এবং নিরূপিত ট্রান্সমিশন চার্জ এবং ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ মেটানো সম্ভব হলেও অবশিষ্ট এলএনজি আমদানি ব্যয় নির্বাহের জন্য ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিদ্যমান মূল্যহার বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। তবে সার্বিক দিক বিবেচনা করে ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিদ্যমান মূল্যহার অপরিবর্তিত রেখে জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল এবং সরকারের আর্থিক সহায়তায় ঘাটতি মেটানো যৌক্তিক বিবেচিত হয়।

৭.১১ গ্যাস সরবরাহের সকল পর্যায়ের ব্যয় গণশুনানির ভিত্তিতে যাচাই-বাছাইক্রমে গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণের বিষয়ে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪ মোতাবেক কমিশন গণশুনানির মাধ্যমে গ্যাসের সঞ্চালন, বিপণন, সরবরাহ, বিতরণ এবং ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহার নির্ধারণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। কমিশন গণশুনানির মাধ্যমে গ্যাসের সঞ্চালন ও বিতরণ চার্জ, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল এবং জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল নির্ধারণ করছে এবং বিপণন ও সরবরাহ পর্যায়ের চার্জ নির্ধারণের প্রক্রিয়া সূচনা করেছে। তবে বিদ্যমান আইনী সীমাবদ্ধতার কারণে আপস্ট্রিম বিষয়ে শুনানি করা যায় না।

৭.১২ দেশের স্থলভাগে এবং সমুদ্রবক্ষে গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল মর্মে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে। দেশীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্স এর সক্ষমতা বাড়িয়ে স্থলভাগে ও সমুদ্রবক্ষে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের ওপর জোর দেওয়ার দাবী এসেছে। বাপেক্স কর্তৃক যাচাই-বাছাই করে যথাযথভাবে অনুসন্ধান কূপ খননের বিষয়টি নিশ্চিতকরণের বক্তব্য এসেছে। এসকল বিষয়ে পেট্রোবাংলা কর্তৃক যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করা আবশ্যক বলে কমিশন মনে করে।

৭.১৩ গ্যাস ক্রয়-বিক্রয়ে কর্ণফুলী গ্যাস এর সিস্টেম গেইন দেখা যায়। তাই এ আবেদনের ক্ষেত্রে কর্ণফুলী গ্যাস এর সিস্টেম লস শূণ্য বিবেচনা করা যৌক্তিক বলে কমিশন মনে করে।

৭.১৪ জিটিসিএল এর সঞ্চালন লস ০.২৫%, তিতাস গ্যাস এর বিতরণ লস ২% এবং অন্যান্য বিতরণ কোম্পানীর বিতরণ লস শূণ্য বিবেচনায় ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ নিরূপণ করা এবং তার ভিত্তিতে উৎপাদন চার্জ, এলএনজি চার্জ, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল এবং জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল পরিশোধ করা যথাযথ বিবেচিত হয়। বর্ণিত প্রক্রিয়ায় নিরূপিত ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাস সরবরাহের পরিমাণের ভিত্তিতে দেশীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানী এবং পেট্রোবাংলা এর নির্ধারিত রাজস্ব চাহিদা মেটানো বিবেচনায় উৎপাদন চার্জ বাবদ সংগৃহিত অর্থ থেকে ওয়েলহেড চার্জ প্রতি ঘনমিটার বিজিএফসিএল এর ০.৭০ টাকার পরিবর্তে ০.৭০৯৭ টাকা, এসজিএফএল এর ০.২০ টাকার পরিবর্তে ০.২০২৮ টাকা ও বাপেক্স এর ৩.০০ টাকার পরিবর্তে ৩.০৪১৪ টাকা এবং পেট্রোবাংলা চার্জ ০.০৫৫৩ টাকা হারে পরিশোধ যথাযথ বিবেচিত হয়।

৭.১৫ ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে কম ব্যয়ে উৎপাদিত দেশীয় গ্যাস ইতঃপূর্বে নিম্ন মূল্যহারে ভোক্তাদের সরবরাহ করা হয়েছে। কমিশনের ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখের আদেশে বর্ধিত মূল্যহার থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ খাতের অতিরিক্ত রাজস্ব চাহিদা মেটাতে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে সাপোর্ট ফর শর্টফল খাত সৃষ্টি করা হয়। দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন সীমাবদ্ধতা এবং গ্যাসের উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে সরকার আর্ন্তজাতিক বাজারমূল্যে এলএনজি আমদানি করছে। এলএনজি আমদানির ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশী হওয়ায় তা পরিশোধের ক্ষেত্রে সাপোর্ট ফর শর্টফল খাত যথেষ্ট বিবেচিত হয় না। এমতাবস্থায়, আইওসিসহ দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন ব্যয় নির্ধারিত উৎপাদন চার্জ থেকে, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যয় যথাক্রমে সঞ্চালন

চার্জ ও বিতরণ চার্জ থেকে এবং এলএনজি আমদানির আংশিক ব্যয় এলএনজি চার্জ থেকে মিটানো বিবেচনায় সাপোর্ট ফর শর্টফল খাত বিলোপ করা যায়। গ্যাসের মূল্যহারে মূসক নির্ধারণের বিদ্যমান বিধানের আলোকে ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিদ্যমান মূল্যহারের মধ্যে ১৫% হারে মূসক অন্তর্ভুক্ত করা যথাযথ বিবেচিত হয়। এলএনজি ক্রয়মূল্যের ওপর প্রযোজ্য আমদানি পর্যায়ের মূসক ভোক্তাপর্যায়ের মূসকের সাথে সমন্বয় করা যথাযথ বিবেচিত হয়। বর্ণিতাবস্থায়, বিদ্যমান গ্যাস মূল্যহার বণ্টন সংশোধন করা যথাযথ বিবেচিত হয়। ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিদ্যমান মূল্যহারে অন্তর্ভুক্ত সম্পূরক শুল্ক ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ থেকে প্রত্যাহার করায় সংশোধিত প্রাকৃতিক গ্যাস মূল্যহার বণ্টন একই তারিখ থেকে কার্যকর করা আবশ্যক বিবেচিত হয়।

৭.১৬ জ্বালানি দক্ষ গ্রাহককে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে মোট বিলের ওপর ০.২৫% হারে রিবেট প্রদানের বিষয়ে গণশুনানিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে ক্যাপটিভ পাওয়ার এবং শিল্প গ্রাহকের কো-জেনারেশন স্কীম অব্যাহতভাবে ৩ (তিন) মাস চালু থাকলে পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে উক্ত গ্রাহকের উল্লিখিত ৩ (তিন) মাসের মোট বিলের (সারচার্জ/বিলম্ব মাশুল ব্যতীত) ০.২৫% (শূণ্য দশমিক পঁচিশ শতাংশ) পরিমাণ অর্থ রিবেট প্রদান করা এবং গ্রাহককে প্রদত্ত রিবেটের অর্থ বিতরণ কোম্পানীকে জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল থেকে পেট্রোবাংলা এর ব্যবস্থাপনায় মাসভিত্তিক পুনর্ভরণ করা যথাযথ বিবেচিত হয়। পেট্রোবাংলা কর্তৃক এ সংক্রান্ত একটি রূপরেখা/পদ্ধতি (Methodology) প্রস্তুতপূর্বক অনুমোদনের জন্য কমিশনে প্রেরণ আবশ্যক বিবেচিত হয়।

৭.১৭ ন্যূনতম বিল/মিনিমাম চার্জ প্রদানকারী ক্যাপটিভ পাওয়ার, শিল্প, চা-বাগান, বাণিজ্যিক এবং গৃহস্থালি মিটারভিত্তিক গ্রাহকদের অনুমোদিত মাসিক ন্যূনতম লোড গ্যাস বিক্রয় হিসাবে দেখানো হয়। গণশুনানিতে আলোচনায় এসেছে যে, মিনিমাম চার্জ প্রদানকারী গ্রাহকদের প্রকৃত গ্যাস ব্যবহার অনুমোদিত মাসিক ন্যূনতম লোড থেকে কম হয় বিধায় অনুমোদিত মাসিক ন্যূনতম লোড গ্যাস বিক্রয় হিসাবে দেখানোর ফলে বিতরণ কোম্পানীর সিস্টেম গেইন হচ্ছে। এমতাবস্থায়, এসকল গ্রাহকশ্রেণির মিনিমাম চার্জ প্রদানকারী গ্রাহকদের প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ গ্যাস বিক্রয় হিসাবে দেখানো হলে মিনিমাম চার্জজনিত সিস্টেম গেইন দূর হবে বলে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয়। এছাড়া অনুমোদিত মাসিক ন্যূনতম গ্যাস লোড অনুযায়ী মিনিমাম চার্জ আদায় করার কারণে মিনিমাম চার্জ বাবদ বিতরণ কোম্পানীর আয়কে অন্যান্য পরিচালন আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যথাযথ বিবেচিত হয়। গ্যাস বিল নিরূপণের হিসাব গ্রাহকদের অবগতকরণের লক্ষ্যে সকল গ্রাহকশ্রেণির বিলে মূল্যহার, ঘনমিটারে ঘণ্টাপ্রতি এবং মাসিক অনুমোদিত লোডের পরিমাণ, চালনা ধাঁচ (দৈনিক কর্মঘণ্টা ও মাসিক কার্যদিবস), ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর এবং গ্যাস সরবরাহ চাপ (পিএসআইজি) উল্লেখ করা আবশ্যক বিবেচিত হয়।

৭.১৮ গণশুনানিতে আলোচনায় এসেছে বেসরকারি বিদ্যুৎ গ্রাহকের সাথে গ্যাস বিক্রয় চুক্তি মোতাবেক সরবরাহকৃত গ্যাসের গ্যারান্টেড Higher Heating Value (HHV) ৯৫০ বিটিইউ/ঘনফুট থেকে বেশি হলে HHV adjustment ফ্যাক্টরের মাধ্যমে গ্যাসের পরিমাণ বর্ধিত করে গ্যাস বিল প্রণয়ন করা হয়, যা সিস্টেম গেইনের একটি নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ নিরূপণে উক্ত HHV adjustment না করে এরূপ প্রাপ্ত আয় অন্যান্য পরিচালন আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক বিবেচিত হয়।

৭.১৯ মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহকের মাসিক নির্ধারিত বিলকে মিটারভিত্তিক গ্রাহকের জন্য নির্ধারিত প্রতি ঘনমিটার মূল্যহার দ্বারা ভাগ করে মিটারবিহীন গ্রাহকের গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ নিরূপণ করা হয়। এ হিসাবে সিঙ্গেল এবং ডাবল বার্নার গ্রাহকের মাসিক গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮২ ও ৮৮ ঘনমিটার, যা বাস্তবে আরও কম মর্মে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে। মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহকের প্রকৃত গ্যাস ব্যবহার নিরূপণের ভিত্তি নির্ধারণের লক্ষ্যে এ বিষয়ে কমিশন কর্তৃক একটি সমীক্ষা সম্পাদনের বিষয়ে মতামত এসেছে, যা যথাযথ বিবেচিত হয়। মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহকের গ্যাস ব্যবহার সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সকল মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহককে প্রি-পেইড মিটারের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী এসেছে। তাই মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহকদের জন্য পর্যায়ক্রমে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন আবশ্যক বিবেচিত হয়।

৭.২০ বিতরণ সিস্টেম লস সঠিকভাবে নিরূপণের জন্য কর্ণফুলী গ্যাস এর বিতরণ সিস্টেমের প্রতিটি ইনটেক পয়েন্টে জিটিসিএল কর্তৃক মিটারিং এর মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা আবশ্যক মর্মে কমিশন মনে করে।

৭.২১ কমিশনের ইতঃপূর্বের নির্দেশনা মোতাবেক সকল শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, বাণিজ্যিক এবং সিএনজি গ্রাহককে Electronic Volume Corrector (EVC) মিটার প্রদান সম্পন্ন হয়নি মর্মে গণশুনানিতে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্যাস ব্যবহারের সঠিকতা পরিমাপের জন্য অবিলম্বে সকল ক্যাপটিভ পাওয়ার, শিল্প, চা-বাগান, বাণিজ্যিক, সিএনজি এবং বৃহৎ গৃহস্থালি গ্রাহককে EVC মিটার প্রদান এবং তার ভিত্তিতে বিলিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়।

৭.২২ প্রি-পেইড মিটার ও EVC মিটার চালুকরণ, অবৈধ নেটওয়ার্ক ও সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ, সকল ব্যয়ে সাশ্রয়ী হওয়া এবং সাশ্রয়ী মাত্রা নির্ধারণ করার বিষয়ে কমিশনের ইতঃপূর্বের নির্দেশনা প্রতিপালনে যথাযথ অগ্রগতি নেই মর্মে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে। এসকল নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কমিশন কর্তৃক নিয়মিতভাবে মনিটরিং এর ওপর জোর দেয়ার জন্য গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে। এ প্রেক্ষাপটে ইতঃপূর্বে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ/নির্দেশনাসমূহ কর্ণফুলী গ্যাস কর্তৃক যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এবং এর অগ্রগতি কমিশন কর্তৃক নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা আবশ্যক বিবেচিত হয়।

৭.২৩ গ্যাসের মিটারিং ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ক্যাপটিভ পাওয়ার, শিল্প, সিএনজি এবং বৃহৎ গৃহস্থালি গ্রাহকদের জন্য স্মার্ট/রিমোট মিটারিং ব্যবস্থা চালু করা আবশ্যক বিবেচিত হয়।

৭.২৪ ৩ (তিন) মাসের পরিবর্তে ২ (দুই) মাসের বিলের সমপরিমাণ অর্থ নিরাপত্তা জামানত হিসাবে নির্ধারণের বিষয়টি গণশুনানিতে আলোচনায় এসেছে, যা যথার্থ। প্রি-পেইড মিটার গ্রাহকের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা জামানত প্রযোজ্য না হওয়া যুক্তিযুক্ত।

৭.২৫ ক্যাপটিভ পাওয়ার, শিল্প এবং চা-বাগান গ্রাহকশ্রেণির নিরাপত্তা জামানতের ৫০% অর্থ নগদ (ডিমান্ড-ড্রাফট/পে-অর্ডার আকারে) এবং অবশিষ্ট ৫০% অর্থ ব্যাংক গ্যারান্টি অথবা অন্য কোনো গ্রহণযোগ্য ইন্সট্রুমেন্টের মাধ্যমে জমা দেয়ার বিষয়ে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে, যা যুক্তিযুক্ত বলে কমিশন মনে করে। অধিকাংশ বিদ্যুৎ এবং সার গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে নিরাপত্তা জামানতের বিষয়টি নতুন বিধায় দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে নিরাপত্তা জামানতের পরিমাণ নির্ধারণ করা সমীচীন বলে কমিশন মনে করে।

৭.২৬ গ্রাহককে বিল পরিশোধের যৌক্তিক সময় প্রদান, রাজস্ব আদায় ত্বরান্বিতকরণ এবং বিতরণ কোম্পানীর বকেয়া রাজস্ব/একাউন্টস্ রিসিভেবলস্ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বিলম্ব মাশুল ব্যতীত বিল পরিশোধের সর্বশেষ সময়সীমা গ্যাস সরবরাহ/ব্যবহার মাসের পরবর্তী মাসের শেষ দিন নির্ধারণের বিষয়ে গণশুনানিতে আলোচনা হয়েছে, যা আবশ্যক বিবেচিত হয়।

৭.২৭ একাউন্টস্ রিসিভেবলস্ এর এজিং (aging) এবং পূর্ববর্তী বকেয়া আদায়ের প্রকৃত চিত্র জানার জন্য কমিশন কর্তৃক সমীক্ষা/জরিপ পরিচালনা করার বিষয়ে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে, যা আবশ্যক বিবেচিত হয়।

৭.২৮ গ্রাহকশ্রেণি অনুযায়ী গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ এবং রাজস্ব নিরূপণ করা এবং সে মোতাবেক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস (এমআইএস) প্রতিবেদন এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব প্রতিবেদনসহ অন্যান্য প্রতিবেদনে তা উল্লেখ করা আবশ্যক বিবেচিত হয়। মিটারযুক্ত ও মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহকের নিকট গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ এবং প্রাপ্ত রাজস্ব পৃথকভাবে নিরূপণ এবং সম্পূরক শুল্ক বা মূসক পৃথকভাবে বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব প্রতিবেদনে প্রদর্শনের বিষয়ে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে, যা আবশ্যক বিবেচিত হয়।

৭.২৯ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড/বিদ্যুতের একক ক্রেতার আওতাধীন গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের জন্য বর্তমান অর্থবছরে দৈনিক গড়ে প্রায় ১,২০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ বিবেচনায় বিদ্যুৎ গ্রাহকশ্রেণিতে বার্ষিক গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ, ভোক্তাপর্যায়ে বিদ্যমান ভারিত গড় মূল্যহার এবং রাজস্ব ঘাটতি নিরূপণ করা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ ও বরাদ্দ সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পেট্রোবাংলা এবং কর্ণফুলী গ্যাস এর মধ্যে ত্রি-পক্ষীয় ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট সম্পাদন করা আবশ্যক বলে কমিশন মনে করে।

৭.৩০ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহারকে বিতরণ কোম্পানীর আয় বিবেচনায় উৎসে কর প্রদানের বিধান করেছে। এরূপ প্রদত্ত কর তাদের কর দায় হতে বেশী হলে তা সমন্বয় হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায়, বিতরণ কোম্পানীসমূহ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ বিষয়ে ইতঃপূর্বে প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ উদ্যোগী হবে বলে কমিশন আশা করে।

৭.৩১ সম্পদ ব্যবহারে না আসলে, কিংবা কম ব্যবহার হলে তার সমানুপাতিক হারে অবচয় ও রিটার্ন কমিয়ে ব্যয় বৃদ্ধি এবং ঘাটতি সমন্বয়ের বিষয়ে বক্তব্য এসেছে। বিদ্যমান গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ পদ্ধতি অনুযায়ী কোনো সম্পদ ব্যবহার হলে তা ট্যারিফ নির্ধারণে সম্পদ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। সে মোতাবেক নতুন সম্পদ ব্যবহার্য হলে তা রিটার্ন নিরূপণে বিবেচনা করা এবং সে মোতাবেক অবচয় নিরূপণ যথাযথ বিবেচিত হয়।

৭.৩২ গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহের আবেদন, কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির মূল্যায়ন, গণশুনানিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বক্তব্য, গণশুনানি-পরবর্তী মতামত/তথ্য এবং উপর্যুক্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গ্যাস উৎপাদন ও আমদানি, বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে গ্যাস সরবরাহের প্রাক্কলন এবং সরবরাহ ব্যয় নিম্নোক্ত সারণি-৪ এবং সারণি-৫ অনুযায়ী ধার্য করা যথাযথ বিবেচিত হয়:

সারণি-৪: গ্যাস উৎপাদন ও আমদানি এবং বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে গ্যাস সরবরাহের প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন ঘনমিটার)
১	বাপেক্স	১,০১৬.৭২
২	বিজিএফসিএল	৮,২৭৮.৮৫
৩	এসজিএফএল	১,৩৬১.৬২
৪	আইওসি	১৬,৬৪০.৩৮
৫	**মোট উৎপাদনের পরিমাণ (১+২+৩)**	**২৭,২৯৭.৫৭**
৬	এলএনজি আমদানি	৩,৯২৬.১৩
৭	**মোট উৎপাদন এবং আমদানির পরিমাণ (৫+৬)**	**৩১,২২৩.৭০**
৮	জিটিসিএল কর্তৃক উৎপাদন/আমদানি প্রান্তে গ্যাস গ্রহণের পরিমাণ	২৫,৮৯২.৪৭
৯	জিটিসিএল এর সঞ্চালন লস (০.২৫%)	৬৪.৭৩
১০	**বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ (৭-৯)**	**৩১,১৫৮.৯৭**

সারণি-৫: বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে প্রাকৃতিক গ্যাসের পণ্য মূল্য

ক্রমিক নং	বিবরণ	পণ্য মূল্য (মিলিয়ন টাকা)
১	বাপেক্স	৩,০৫০.১৫
২	বিজিএফসিএল	৫,৭৯৫.১৯
৩	এসজিএফএল	২৭২.৩২
৪	আইওসি	৪১,৮৪২.২৩
৫	এলএনজি আমদানি ব্যয়[১]	১,৩৭,৯০৭.৬৯
৬	এলএনজি অপারেশনাল ব্যয় (আরপিজিসিএল)	৭৮৮.৪৪
৭	পেট্রোবাংলা এর পরিচালন ব্যয়	১,৭০৩.০০
৮	**মোট গ্যাস উৎপাদন এবং আমদানি ব্যয় (১+ . . . +৭)**	**১,৯১,১৬৫.২৮**
৯	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল[২]	১৪,৭৮২.০০
১০	জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল	২৮,৪১৭.০০
১১	**মোট তহবিল ব্যয় (৯+১০)**	**৪৩,১৯৯.০০**
১২	**সঞ্চালন ব্যয়**	**১৩,১৬৮.৪১**
১৩	**বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে গ্যাসের ব্যয়[৩] (৮+১১+১২)**	**২,৪৭,৭২৬.৪৩**

[১] এলএনজি আমদানি ব্যয় ১,১৩,১৪৫.৫৭ মিলিয়ন টাকা, আমদানি পর্যায়ের মূসক ১৬,৯৫৮.১৫ মিলিয়ন টাকা এবং রি-গ্যাসিফিকেশন চার্জ ৭,৮০৩.৯৭ মিলিয়ন টাকা।

[২] মূসক ১,৩৫১.৩৬ মিলিয়ন টাকাসহ।

[৩] এলএনজি আমদানি পর্যায়ের মূসক এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের মূসকসহ।

এলএনজি আমদানি পর্যায়ের মূসক এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের মূসকসহ বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে গ্যাসের পণ্য মূল্য ২,৪৭,৭২৬.৪৩ মিলিয়ন টাকা। উক্ত পণ্যমূল্যের সাথে বিতরণ ব্যয় যোগ করে প্রাপ্ত পরিমাণের সাথে পণ্যমূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মূসক সমন্বয়পূর্বক ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিদ্যমান মূল্যহার মোতাবেক ১৫% হারে অবশিষ্ট মূসক যোগ করে মূসকসহ ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় নির্ণীত হবে।

৭.৩৩ কর্ণফুলী গ্যাস এর জনবল খাতে ৮৪৫.৬৬ মিলিয়ন টাকা, অফিস ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ ব্যয় এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে যাচাইবর্ষের প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের ব্যয় বিবেচনা করা এবং পেট্রোবাংলা চার্জ পৃথকভাবে নির্ধারণ বিবেচনায় পেট্রোবাংলা-কে প্রদেয় বিদ্যমান সার্ভিস চার্জ বিলোপ যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়। অন্যান্য আয় খাতে সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাংকের এফডিআরের ওপর যথাক্রমে ৫.৫০% এবং ৯.০০% হারে এবং এসএনডি হিসাবে জমাকৃত অর্থের ওপর ৩.০০% হারে সুদ খাতে আয় অন্তর্ভুক্তি যথাযথ বিবেচিত হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ পদ্ধতি মোতাবেক ইক্যুইটি এবং ঋণের ভারিত গড় হিসাবে রেট বেজের ওপর রিটার্ণ অন রেট বেজ নিরূপণ যথাযথ বিবেচিত হয়। অন্যান্য আয় খাতের মধ্যে নিজস্ব ট্রান্সমিশন লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সঞ্চালন বাবদ আয়, মিনিমাম চার্জ, অন্যান্য পরিচালন আয়, অপরিচালন আয় এবং সুদ বাবদ আয় অন্তর্ভুক্তি যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়। এমতাবস্থায়, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য কর্ণফুলী গ্যাস এর জন্য বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে প্রাপ্ত গ্যাসের পরিমাণ, বিতরণ লস, গ্যাস বিক্রয় এবং বিতরণ রাজস্ব চাহিদা নিম্নোক্ত সারণি-৬ এবং সারণি-৭ অনুযায়ী ধার্য করা যথাযথ বিবেচিত হয়:

সারণি-৬: কর্ণফুলী গ্যাস এর ইনটেক পয়েন্টে প্রাপ্ত গ্যাস, বিতরণ লস এবং গ্যাস বিক্রয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন ঘনমিটার)
১	বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে প্রাপ্ত গ্যাসের পরিমাণ	৩,৭৮৫.৮১
২	বিতরণ লস (০%)	০
৩	**গ্যাস বিক্রয় (১-২)**	**৩,৭৮৫.৮১**

সারণি-৭: কর্ণফুলী গ্যাস এর প্রাক্কলিত বিতরণ ব্যয়/রাজস্ব চাহিদা

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত		রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা)
১	জনবল		৮৪৫.৬৬
২	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ অফিস এবং অন্যান্য		
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	১৯.৮১	
	অফিস এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ ব্যয়	২৬১.৯৬	
	সিস্টেম পরিচালন লাইসেন্স ফিস	৬.২৬	
			২৮৮.০৩
৩	**মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ**		**১,১৩৩.৬৯**
৪	অবচয়		২৭১.৬৪
৫	শ্রমিক কল্যাণ তহবিল		৭৯.৫৬
৬	কর্পোরেট ট্যাক্স		৫২৯.০৭
৭	রিটার্ণ অন রেট বেজ		৩৩৪.৫৫
৮	**মোট বিতরণ ব্যয়/রাজস্ব চাহিদা**		**২,৩৪৮.৫১**
৯	**অন্যান্য আয় (ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ ব্যতীত)**		**২,০৭৪.৩০**

২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর্ণফুলী গ্যাস এর মোট বিতরণ রাজস্ব চাহিদা ২,৩৪৮.৫১ মিলিয়ন টাকা বা প্রতি ঘনমিটার ০.৬২০৩ টাকা। বিদ্যমান অন্যান্য আয় ২,০৭৪.৩০ মিলিয়ন টাকা বা প্রতি ঘনমিটার ০.৫৪৭৯ টাকা। এমতাবস্থায়, দেশে ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার অভিন্ন রাখার স্বার্থে কর্ণফুলী গ্যাস এর গ্রাহকশ্রেণি নির্বিশেষ ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.২৫ টাকা নির্ধারণ করা যায়।

৭.৩৪ এলএনজি আমদানির প্রেক্ষাপটে বিদ্যুৎ এবং সার গ্রাহকশ্রেণিতে বর্ধিত গ্যাস সরবরাহ বিবেচনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গ্রাহকশ্রেণিভিত্তিক প্রাক্কলিত গ্যাস সরবরাহ অনুযায়ী ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিদ্যমান ভারিত গড় মূল্যহার দাঁড়ায় প্রতি ঘনমিটার ৭.১৭ টাকা।

৭.৩৫ উপরের পর্যালোচনা অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভোক্তাপর্যায়ে ৩০,৭৪৯.৪৫ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় ২,৬৫,৯৩৪.৬৪ মিলিয়ন টাকা [পণ্যমূল্য ২,৪৭,৭২৬.৪৩ মিলিয়ন টাকা, বিতরণ ব্যয় ৭,৬৯৯.৬১ মিলিয়ন টাকা এবং পণ্যমূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মূসক সমন্বয়পূর্বক ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিদ্যমান মূল্যহারে ১৫% হারে অবশিষ্ট মূসক ১০,৫০৮.৬০ মিলিয়ন টাকা] বা ৮.৬৩ টাকা/ঘনমিটার স্থির করা যথাযথ বিবেচিত হয়।

৮.০ **মূল্যহার আদেশ**

সার্বিক বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে কমিশন আদেশ করছে যে-

৮.১ গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় মিটাতে জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলের কন্ট্রিবিউশন প্রতি ঘনমিটার ০.৪৬ টাকা এবং সরকারের অনুদান প্রতি ঘনমিটার ১.০০ টাকা বিবেচনায় ভোক্তাপর্যায়ে সরবরাহকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের বিদ্যমান মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখা হলো।

৮.২ কর্ণফুলী গ্যাস এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ গ্রাহকশ্রেণি নির্বিশেষে প্রতি ঘনমিটার ০.২৫ টাকায় নির্ধারণ করা হলো।

৮.৩ ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার এবং নিরাপত্তা জামানত, বিল পরিশোধ, বিল পৌঁছানো ইত্যাদি সম্পর্কিত নিয়মাবলী সম্বলিত প্রজ্ঞাপন এ আদেশের অংশ হিসাবে পরিশিষ্ট-'ক' এ সংযুক্ত করা হলো।

৮.৪ প্রাকৃতিক গ্যাস মূল্যহার বণ্টন বিবরণী এ আদেশের অংশ হিসাবে পরিশিষ্ট-'খ' এ সংযুক্ত করা হলো। উক্ত বণ্টন বিবরণীতে উল্লিখিত-

(ক) 'উৎপাদন চার্জ' বাবদ সংগৃহিত অর্থ ওয়েলহেড চার্জ গ্যাস সরবরাহের বিপরীতে প্রতি ঘনমিটার বিজিএফসিএল এর ০.৭০৯৭ টাকা, এসজিএফএল এর ০.২০২৮ টাকা ও বাপেক্স এর ৩.০৪১৪ টাকা; পেট্রোবাংলা চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.০৫৫৩ টাকা এবং অবশিষ্ট অর্থ আইওসি গ্যাসের নীট মূল্য পরিশোধে ব্যবহার করা যাবে।

(খ) 'এলএনজি চার্জ' বাবদ সংগৃহিত অর্থ আরপিজিসিএল এর এলএনজি অপারেশনাল চার্জ রি-গ্যাসিফাইড এলএনজির বিপরীতে প্রতি ঘনমিটার ০.২০ টাকা পরিশোধে এবং এলএনজি আমদানি ব্যয় (মূল্য সংযোজন কর ব্যতীত) মিটাতে ব্যবহার করা যাবে।

(গ) উৎপাদন চার্জ, এলএনজি চার্জ, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল এবং জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল পরিশোধের ক্ষেত্রে জিটিসিএল এর মাধ্যমে প্রাপ্ত গ্যাসের ক্ষেত্রে ০.২৫% সঞ্চালন লস এবং কর্ণফুলী গ্যাসের বিতরণ লস শূণ্য বিবেচনায় গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ নিরূপিত হবে।

(ঘ) উৎপাদন চার্জ এর আওতায় কর্ণফুলী গ্যাস পৃথকভাবে বিজিএফসিএল, এসজিএফএল ও বাপেক্স এর ওয়েলহেড চার্জ, পেট্রোবাংলা চার্জ এবং আইওসি গ্যাসের নীট মূল্য মাসভিত্তিক হিসাবভুক্ত করবে। কর্ণফুলী গ্যাস অনতিবিলম্বে বিজিএফসিএল, এসজিএফএল ও বাপেক্স এর প্রাপ্য ওয়েলহেড চার্জ পরিশোধ করবে এবং পেট্রোবাংলা চার্জ ও আইওসি গ্যাসের নীট মূল্য পেট্রোবাংলা-কে প্রদান করবে।

(ঙ) এলএনজি চার্জ এর আওতায় কর্ণফুলী গ্যাস পৃথকভাবে আরপিজিসিএল এর এলএনজি অপারেশনাল চার্জ এবং এলএনজি আমদানি ব্যয় মাসভিত্তিক হিসাবভুক্ত করবে। কর্ণফুলী গ্যাস অনতিবিলম্বে আরপিজিসিএল এর প্রাপ্য এলএনজি অপারেশনাল চার্জ পরিশোধ করবে এবং এলএনজি আমদানি ব্যয় পেট্রোবাংলা-কে প্রদান করবে।

(চ) গ্যাস উন্নয়ন তহবিল এবং জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল এর অর্থ কর্ণফুলী গ্যাস যথাযথভাবে মাসভিত্তিক হিসাবভুক্ত করবে এবং অনতিবিলম্বে পেট্রোবাংলায় সংশ্লিষ্ট তহবিল সংক্রান্ত নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করবে।

(ছ) সঞ্চালন চার্জ অনতিবিলম্বে কর্ণফুলী গ্যাস জিটিসিএলকে পরিশোধ করবে।

৮.৫ গ্যাস কোম্পানীসমূহের নিকট থেকে আদায়কৃত 'পেট্রোবাংলা সার্ভিস চার্জ' বিলোপ করা হলো।

৮.৬ বিদ্যমান গ্যাস মূল্যহার বণ্টন বিবরণীতে উল্লিখিত 'সাপোর্ট ফর শর্টফল' বিলোপ করা হলো।

৮.৭ কর্ণফুলী গ্যাস তার রাজস্ব চাহিদা মেটানোর পর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জের উদ্বৃত্ত রাজস্বের স্থিতি প্রতিবেদন অর্থবছর শেষে কমিশনে দাখিল করবে।

৮.৮ কর্ণফুলী গ্যাস ক্যাপটিভ পাওয়ার এবং শিল্প গ্রাহকের গ্রাহকের কো-জেনারেশন স্কীম অব্যাহতভাবে ৩ (তিন) মাস চালু থাকলে পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে উক্ত গ্রাহকের উল্লিখিত ৩ (তিন) মাসের মোট বিলের (সারচার্জ/বিলম্ব মাশুল ব্যতীত) ওপর ০.২৫% (শূণ্য দশমিক পঁচিশ শতাংশ) হারে রিবেট প্রদান করবে। রিবেটের অর্থ পেট্রোবাংলা এর ব্যবস্থাপনায় জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল থেকে মাসভিত্তিক কর্ণফুলী গ্যাসকে পুনর্ভরণ করা হবে।

৮.৯ পেট্রোবাংলা গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহের সহায়তায় রিবেট প্রদান সংক্রান্ত একটি অভিন্ন রূপরেখা/পদ্ধতি প্রস্তুতপূর্বক অনুমোদনের জন্য আগামী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কমিশনে প্রেরণ করবে।

৮.১০ কর্ণফুলী গ্যাস গ্যাসের তাপন মূল্য (heating value) সমন্বয় হতে প্রাপ্ত আয় পৃথকভাবে পরিচালন আয়ে অন্তর্ভুক্ত করবে। গ্যাসের তাপন মূল্য সমন্বয় গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণে বা গ্যাস বিক্রয় রাজস্বে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

৮.১১ কর্ণফুলী গ্যাস ন্যূনতম বিল/মিনিমাম চার্জ প্রদানকারী গ্রাহকের ক্ষেত্রে মিটার রিডিং অনুযায়ী প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণে অন্তর্ভুক্ত করে এসকল গ্রাহকের নিকট থেকে প্রাপ্ত গ্যাস বিক্রয় রাজস্ব হিসাবভুক্ত করবে। এসকল গ্রাহকের অনুমোদিত মাসিক ন্যূনতম লোড এবং প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্যজনিত প্রাপ্ত অবশিষ্ট রাজস্ব পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস মিনিমাম চার্জ হিসাবে পৃথকভাবে পরিচালন আয়ে অন্তর্ভুক্ত করবে। ন্যূনতম বিল/মিনিমাম চার্জ প্রদানকারী গ্রাহকের অনুমোদিত সমুদয় মাসিক ন্যূনতম লোড গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

৮.১২ বিতরণ কোম্পানীকে সরবরাহকৃত গ্যাস পরিমাপ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিতরণ কোম্পানীর ইনটেক পয়েন্টের বিদ্যমান মিটারিং ব্যবস্থা কার্যকরকরণ কিংবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মিটারিং ব্যবস্থা স্থাপন ও চালুকরণের বিষয়ে কমিশনের আদেশ বাস্তবায়নে জিটিসিএলকে কর্ণফুলী গ্যাস প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

৮.১৩ কর্ণফুলী গ্যাস জাতীয় গ্রীডের জন্য প্রয়োজনীয় তার সঞ্চালন পাইপলাইন জিটিসিএল এর নিকট বিধি মোতাবেক হস্তান্তরের বিষয়ে আগামী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট সময়বদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করবে এবং তা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

৮.১৪ কর্ণফুলী গ্যাস কমিশনের আদেশ অনুসারে যথাযথ প্রক্রিয়ায় বিতরণ সিস্টেম লস নিরূপণ করবে।

৮.১৫ পেট্রোবাংলা, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং কর্ণফুলী গ্যাস ডুয়েল-ফুয়েল (ডিজেল/গ্যাস) বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে অগ্রাধিকারভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহ করবে এবং গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে। এক্ষেত্রে জ্বালানি দক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে অগ্রাধিকার প্রদান এবং জ্বালানি অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ পরিহার করবে।

৮.১৬ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড/বিদ্যুতের একক ক্রেতার আওতাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ/বরাদ্দ সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পেট্রোবাংলা এবং কর্ণফুলী গ্যাস প্রতি অর্থবছরের শুরুতে একটি ত্রি-পক্ষীয় ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট সম্পাদন করবে।

৮.১৭ কর্ণফুলী গ্যাস তার সকল গ্রাহকের সাথে গ্যাস বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করবে।

৮.১৮ কর্ণফুলী গ্যাস তার আওতাধীন বিতরণ এলাকার গৃহস্থালি এক বার্নার এবং দুই বার্নার প্রি-পেইড মিটার গ্রাহকদের মাসিক গ্যাস ব্যবহার (ছোট, মাঝারি এবং বড় পরিবারভিত্তিক) বিষয়ে আগামী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে একটি সমীক্ষা সম্পাদন করে সমীক্ষা প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করবে।

৮.১৯ কর্ণফুলী গ্যাস মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহকদের জন্য পর্যায়ক্রমে প্রি-পেইড মিটার চালু করবে।

৮.২০ কর্ণফুলী গ্যাস আগামী ১ (এক) বছরের মধ্যে সকল ক্যাপটিভ পাওয়ার, শিল্প, সিএনজি, বাণিজ্যিক এবং মিটারভিত্তিক বৃহৎ গৃহস্থালি গ্রাহকের জন্য EVC মিটার স্থাপন এবং তদানুযায়ী বিলিং নিশ্চিত করবে।

৮.২১ কর্ণফুলী গ্যাস ক্যাপটিভ পাওয়ার, শিল্প, সিএনজি এবং মিটারভিত্তিক বৃহৎ গৃহস্থালি গ্রাহকদের জন্য দ্রুত স্মার্ট/রিমোট মিটার চালুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

৮.২২ কর্ণফুলী গ্যাস গ্রাহকশ্রেণি অনুযায়ী যথাযথভাবে গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ এবং গ্যাস বিক্রয় রাজস্ব নিরূপণ/হিসাবভুক্ত করবে এবং ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস (এমআইএস) প্রতিবেদন ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব প্রতিবেদনে তা যথাযথভাবে উল্লেখ করবে।

৮.২৩ কর্ণফুলী গ্যাস গৃহস্থালি গ্রাহকশ্রেণির মিটারযুক্ত এবং মিটারবিহীন গ্রাহকের নিকট গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ এবং গ্যাস বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব পৃথকভাবে নিরূপণ/হিসাবভুক্ত করবে এবং ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস (এমআইএস) প্রতিবেদন ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব প্রতিবেদনে তা যথাযথভাবে উল্লেখ করবে।

৮.২৪ কর্ণফুলী গ্যাস তার বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব প্রতিবেদনে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) পৃথকভাবে প্রদর্শন করবে।

৮.২৫ কর্ণফুলী গ্যাস তার গ্যাস গ্রহণ ও বিক্রয়ের পরিমাণ; অনুমোদিত লোড ও রাজস্ব আয়; প্রাকৃতিক গ্যাস মূল্যহার বণ্টন অনুযায়ী প্রতিটি খাতে সংস্থানকৃত, সংশ্লিষ্ট কোম্পানীকে পরিশোধিত এবং পেট্রোবাংলা বরাবর প্রেরিত অর্থের পরিমাণ; রিবেট প্রদান ইত্যাদি তথ্যাবলী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ছকে ত্রৈমাসিক/চাহিদার ভিত্তিতে নিয়মিত কমিশনে প্রেরণ করবে।

৮.২৬ পেট্রোবাংলা কমিশনের ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখের আদেশ অনুযায়ী সাপোর্ট ফর শর্টফল খাতে অর্থ জমা, গ্যাস কোম্পানীসমূহকে প্রাপ্যতা মোতাবেক এ খাত হতে অর্থ পরিশোধ এবং এখাতের স্থিতি (যদি থাকে) সম্বলিত একটি প্রতিবেদন পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য আগামী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কমিশনে প্রেরণ করবে।

৮.২৭ পেট্রোবাংলা গ্যাস উৎপাদন ও এলএনজি আমদানির পরিমাণ; প্রাকৃতিক গ্যাস মূল্যহার বণ্টন অনুযায়ী প্রতিটি খাতে কর্ণফুলী গ্যাস এর নিকট থেকে প্রাপ্ত অর্থ, ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ এবং স্থিতির বিবরণী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ছকে ত্রৈমাসিক/চাহিদার ভিত্তিতে নিয়মিত কমিশনে প্রেরণ করবে।

৮.২৮ গ্রাহকের পূর্ববর্তী বকেয়াসহ প্রতিমাসে হালনাগাদ চূড়ান্ত বিল প্রদানের লক্ষ্যে বিদ্যমান বিলিং ফরম এবং বিলিং সফট্ওয়ারের সম্ভাব্য পরিবর্তনের বিষয়ে পেট্রোবাংলা আগামী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে একটি সমন্বিত প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করবে।

৮.২৯ কর্ণফুলী গ্যাস নিরাপত্তা জামানত হিসাবে গ্রাহক কর্তৃক জমাকৃত সমুদয় অর্থ প্রচলিত নিয়ম অনুসরণপূর্বক স্বতন্ত্র ব্যাংক হিসাবে জমা নিশ্চিত করবে।

৮.৩০ কর্ণফুলী গ্যাস অবচয় খাতে সংগৃহিত সমুদয় অর্থ প্রচলিত নিয়ম অনুসরণপূর্বক স্বতন্ত্র ব্যাংক হিসাবে জমা নিশ্চিত করবে।

৮.৩১ প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার সম্পর্কিত কমিশনের অন্যান্য আদেশ অপরিবর্তিত থাকবে।

৮.৩২ এ আদেশ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ হতে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

(মোঃ মিজানুর রহমান)
সদস্য

(মোঃ আবদুল আজিজ খান)
সদস্য

(মাহমুদউল হক ভূইয়া)
সদস্য

(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

(মনোয়ার ইসলাম)
চেয়ারম্যান

আদেশ # ২০১৮/০৭

তারিখ: ১৬ অক্টোবর ২০১৮

পরিশিষ্ট-'ক'

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা) ১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ওয়েবসাইট: www.berc.org.bd

প্রজ্ঞাপন

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(খ) ও ৩৪ অনুসারে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এবং সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণের আবেদনের ওপর গণশুনানি অন্তে উক্ত কোম্পানীসমূহ কর্তৃক ভোক্তাপর্যায়ে সরবরাহকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের বিদ্যমান মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখা হলো।

২। তবে নিরাপত্তা জামানত, বিল পরিশোধ, বিল পৌঁছানো ইত্যাদি সম্পর্কিত কতিপয় নিয়মাবলী নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হলো:

(ক) গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০১৪ এ নিরাপত্তা জামানতের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে ক্যাপটিভ পাওয়ার, শিল্প, চা-বাগান, বাণিজ্যিক এবং গৃহস্থালি গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে উল্লিখিত "৩ (তিন)" মাসের পরিবর্তে "২ (দুই)" মাসের এবং "৬ (ছয়)" মাসের পরিবর্তে "৪ (চার)" মাসের বিলের সমপরিমাণ অর্থ নিরাপত্তা জামানত হিসাবে প্রদান করতে হবে। উক্ত নিয়মাবলীতে নিরাপত্তা জামানত জমা প্রদানের পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে ক্যাপটিভ পাওয়ার, শিল্প এবং চা-বাগান গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে উল্লিখিত "এক-তৃতীয়াংশ" নগদের পরিবর্তে "৫০%" নগদ এবং "দুই-তৃতীয়াংশ" ব্যাংক গ্যারান্টির পরিবর্তে "৫০%" ব্যাংক গ্যারান্টি বা অন্য কোনো গ্রহণযোগ্য ইন্সট্রুমেন্টের মাধ্যমে নিরাপত্তা জামানত জমা প্রদান করতে হবে।

(খ) প্রি-পেইড মিটার গ্রাহকের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা জামানত প্রযোজ্য হবে না।

(গ) গ্রাহক বিলে গ্যাসের মূল্যহার, ঘনমিটারে ঘণ্টাপ্রতি ও মাসিক অনুমোদিত লোড, চালনা ধাঁচ (দৈনিক কর্মঘণ্টা ও মাসিক কার্যদিবস), ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর এবং সরবরাহ চাপ (পিএসআইজি) উল্লেখ থাকতে হবে।

(ঘ) সকল গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে গ্যাস ব্যবহার/সরবরাহ মাসের পরবর্তী মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত বিলম্ব মাশুল/সারচার্জ ব্যতীত বিল পরিশোধ করা যাবে। এরূপ সময়সীমার কমপক্ষে ১৫ (পনেরো) দিন পূর্বে গ্যাস বিতরণ কোম্পানী গ্রাহকের নিকট বিল পৌঁছাবে।

(ঙ) ক্যাপটিভ পাওয়ার এবং শিল্প গ্রাহকের কো-জেনারেশন স্কীম অব্যাহতভাবে ৩ (তিন) মাস চালু থাকলে পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে উক্ত গ্রাহকের উল্লিখিত ৩ (তিন) মাসের মোট বিলের (সারচার্জ/বিলম্ব মাশুল ব্যতীত) ওপর ০.২৫% (শূণ্য দশমিক পঁচিশ শতাংশ) হারে রিবেট প্রদান করা হবে।

৩। ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার সম্পর্কিত কমিশনের অন্যান্য আদেশ অপরিবর্তিত থাকবে।

৪। এ আদেশ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ হতে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

১৬/১০/১৮
(মোঃ মিজানুর রহমান)
সদস্য

১৬/১০/১৮
(মোঃ আর্বদুল আজিজ খান)
সদস্য

১৬/১০/১৮
(মাহমুদউল হক ভূইয়া)
সদস্য

১৬/১০/২০১৮
(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

১৬.১০.২০১৮
(মনোয়ার ইসলাম)
চেয়ারম্যান

আদেশ # ২০১৮/০৭

তারিখ: ১৬ অক্টোবর ২০১৮

পরিশিষ্ট-'খ'

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা) ১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ওয়েবসাইট: www.berc.org.bd

প্রাকৃতিক গ্যাস মূল্যহার বণ্টন

(টাকা/ঘনমিটার)

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	উৎপাদন চার্জ[১]	এলএনজি চার্জ[২]	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল[৩]	জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল	ট্রান্সমিশন চার্জ	ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ[৪]	মূল্য সংযোজন কর[৫]	ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০= (৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯)
১	বিদ্যুৎ	০.৭২৫৩	১.১২১৯	০.১৯৪৬	০.০৫৭৯	০.৪২৩৫	০.২৫০০	০.৩৮৬৮	৩.১৬
২	ক্যাপটিভ পাওয়ার	২.০২৭৮	৪.১৩৭৮	০.৪১৭১	১.১৬৩৪	০.৪২৩৫	০.২৫০০	১.২০০৪	৯.৬২
৩	সার	০.৫৫১৬	০.৮৩৪২	০.৩১৩০	০.০২৫১	০.৪২৩৫	০.২৫০০	০.৩১২৬	২.৭১
৪	শিল্প	১.৭৭৩২	৩.১৯৬৭	০.৫৮৫৩	০.৫৯৫৫	০.৪২৩৫	০.২৫০০	০.৯৩৫৮	৭.৭৬
৫	চা-বাগান	১.৭০৩০	৩.০৩২৪	০.৫৮৫৩	০.৫৩৪৩	০.৪২৩৫	০.২৫০০	০.৮৯১৫	৭.৪২
৬	বাণিজ্যিক	৪.৩৭৫৪	৭.৫৯২৮	১.১৫১৩	১.১৭৪৬	০.৪২৩৫	০.২৫০০	২.০৭২৪	১৭.০৪
৭	সিএনজি	৯.২২০১	১৪.৪৪৬২	২.৯৪৯৫	০.৯২১৫	০.৪২৩৫	০.২৫০০	৩.৭৮৯২	৪০.০০[৬]
৮	গৃহস্থালি	২.১৮৭৮	৩.৮৯৭৮	০.৫৩৫০	০.৬৮৮৭	০.৪২৩৫	০.২৫০০	১.১১৭২	৯.১০

[১]বিজিএফসিএল, বাপেক্স ও এসজিএফএল এর ওয়েলহেড চার্জ; পেট্রোবাংলা চার্জ; আইওসি গ্যাসের নীট মূল্য এবং পশ্চিমাঞ্চল গ্যাসের ডিস্ট্রিবিউশন চার্জের অংশ বিশেষসহ।
[২]আরপিজিসিএল এর এলএনজি অপারেশনাল চার্জসহ।
[৩]অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর স্মারক নং-অম/অবি/বাজেট-১৫/জ্বালানী-২৮/০৯/২৪৩, তারিখ: ২৩/০৪/২০০৯ মোতাবেক।
[৪]পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর প্রতি ঘনমিটার ভারিত গড় ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ ০.৩৩৯৪ টাকা। এ চার্জ প্রাপ্তিতে ঘাটতি অর্থ উৎপাদন চার্জ হতে সমন্বয় হবে।
[৫]গ্যাস উন্নয়ন তহবিল ব্যতীত অন্য সকল চার্জের ওপর প্রযোজ্য।
[৬]সিএনজি অপারেটর মার্জিন প্রতি ঘনমিটার ৮.০০ টাকাসহ।

(মোঃ মিজানুর রহমান) ২৮/১০/১৮
সদস্য

(মোঃ আবদুল আজিজ খান) ১৬/১০/১৮
সদস্য

(মাহমুদউল হক ভূইয়া) ১৬/১০/১৮
সদস্য

(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

(মনোয়ার ইসলাম) ১৬.১০.২০১৮
চেয়ারম্যান